বিদ্যুৎপর্ণা

অশ্রুর মৌক্তিক !

হাস্তের স্ফূর্ত্তি !

লহরের লীলা ঠিক

লাস্তের মূর্ত্তি !

বিজুলীর আমি জ্যোতি

অতি চঞ্চল মতি

গতি বিনা আন্ গতি

নাই আন্ মুক্তি ।

নন্দনে তাই, হায়,
না পাই আনন্দ ;
পারিজাতে টুটে যায়
মোহ-মোহ গন্ধ !
কে কোথায় গায় গান,—
বিহ্বল মন প্রাণ ;
মর্ত্ত্য-ফুলের ঘ্রাণ
মোর মোহ-বন্ধ !

মর্ত্ত্য-ফুলের বাস,—
মৃত্যুর ছন্দ,—
আকাশে ফেলিয়া শ্বাস
রচে চারু দ্বন্দ্ব !
কোথা ধরণীর তলে
কি নব সৃজন চলে,
ঘন মন্থন-বলে
ওঠে ভাল মন্দ !

কাহার হৃদয়ে হেরি
সাগরের মন্থ,
অনাদি গরল ঘেরি'
অমৃত অনন্ত !

বিদ্যুৎপর্ণা

মোরা সাগরের মেয়ে
মন্থন-দিন চেয়ে
প্রাণের সাগরে নেয়ে
হই প্রাণবন্ত।

কে গো তুমি গাও গান
হে কিশোর চিত্ত!
তোমারে করিব দান
চুম্বন-বিত্ত।
গান্ধারে ধর সুর,—
ধর সুর সুমধুর,
গাও, গীত-সুধাতুর
আমি করি নৃত্য।

কল্পতরুর ফুল
পড়িল কি খসিয়া,
কী পুলকে সমাকুল
ধ্যান-রস-রসিয়া!
কিসের আভাস খানি
সে কোন্ স্বপন্-বাণী?
চেয়ে দেখ, পরী-রাণী
ফিরে নিশ্বসিয়া।

তুলির লিখন

আমি পরী অপ্সরী
বিদ্যুৎপর্ণা,—
মন্দার কেশে পরি
পারিজাত-কর্ণা ;
নেমে এনু ধরণীতে
ধূলিময় সরণীতে
ক্ষণিকের ফুল নিতে
কাঞ্চন-বর্ণা।

মোরা খুসী নই শুধু
দেবতার অর্ঘ্যে,
কোনো মতে রই, বঁধু,
স্বর্গের বর্গে।
চির-চঞ্চল মন
ছল খোঁজে অগণন,
তাল কাটে অকারণ
খেয়ালের খড়্গে।

জাগে নূতনের ক্ষুধা,
তাই চেয়ে বক্রে
নেমে এনু পীত-সুধা
চকোরের চক্রে ;

এক ঠাঁই নাই সুখ
মন তাই উৎসুক,
নাচে হয় ভুলচুক
শাপ দেয় শক্রে।

নাই তবু নব-ঋক্
মন্ত্রের দ্রষ্টা,—
নব-ধাতা কৌশিক
নব-লোক স্রষ্টা ;
নাই রাজা পুরূরবা,—
তবু ধরা মনোলোভা ;—
যেচে ত্যজি সুরসভা,—
শাপে হই ভ্রষ্টা।

তবু যে যুবন্ হিয়া
দুর্লভ-লুব্ধ
আছে আজো শ্যামলিয়া
ধরা ধূলি-ক্ষুব্ধ ;
নব নব প্রেরণায়
দিশি দিশি তারা ধায়
প্রাণ দিয়ে প্রাণ পায়
দেখি চেয়ে মুগ্ধ !

শাপে মোরা মানি বর
কৌতুক-চিত্তে
নেমে আসি ধরা 'পর
সাধনার তীর্থে
অপরূপ এ ধরণী
কামনা সোনার খনি
চিরদিন এ যে ধনী
নব-আশা বিত্তে।

ঝাঁপ দিয়ে অজানায়
তোলে মণি মর্ত্ত্য,
সঁপি' মন অচেনায়
প্রেম পরিবর্ত্ত!
চির-উৎসুকী তাই
মানুষের মুখ চাই
গোপনের তল পাই
স্বপনের অর্থ।

স্বপনে স্বপন বাঁধি
অঙ্গুলি-পর্শে,
আলো-ছায়ে হাসি কাঁদি
নির্ঝর-বর্ষে!

বিদ্যুৎপর্ণা

যোগ্যা পরী অপ্সরী
ক্ষিতি অপ্ তেজ ভরি
সঞ্চরি যাই সরি
নব নব হর্ষে।

পরশ বুলায়ে যাই
শিশুরে ঘুমন্তে
দেয়ালায় হাসে তাই
দুধে-ধোয়া দন্তে।
তরুণ আঁখির ভায়
উঁকি দিই ইশারায়,
এ হাসির বিভা ছায়
কীর্ত্তির পন্থে।

ভাবুকের ভালে রাখি
পরশ অদৃশ্য,
মেলে সে নূতন আঁখি
হেরে নব বিশ্ব!
মনের মানস-রসে
নব ভব নিঃশ্বসে
নব আলো পড়ে খসে
মরণ-অধৃষ্য।

ভাব—ভাব-কদমের
ফুল দিনে রাত্রে
ফুটে ওঠে জগতের
রসঘন গাত্রে,
মধু তার অফুরান্
সুধা হ'তে নহে আন্
মোরা জানি সন্ধান
ধরি হৃদি-পাত্রে।

মোরা উঠি পল্লবি'
বিদ্যুৎ-লতিকায় ;
নীহারিকা ছায়াছবি,—
মোরা নাচি ঘিরি' তায়।
মুকুতায় অবিরাম
করি মোরা অভিরাম,
জড়াই কুসুম-দাম
সাগরের অতিকায়।

আমরা বীরের লাগি'
স-রথ স-তূর্য্য,
বণিকের আগে জাগি'
মণি বৈদূর্য্য,

তাপসের তপ টুটি,
হাওয়ায় হাওয়ায় লুটি,
কবির হৃদয়ে ফুটি
জ্বালাহীন সূর্য্য।

স্বরগে মরতে নিতি
করি মোরা যুক্ত,
দিই প্রীতি, গাই গীতি
চির-নির্মুক্ত।
কল্প-পাদপ আর
কল্পনা-লতিকার
দিই বিয়ে, রচি তার
বিবাহের সূক্ত।

হাসি মোরা ফিক্ ফিক্
তট-জলে রঙ্গে,—
ঝিক্‌মিক্ চিক্‌মিক্
ভঙ্গ তরঙ্গে,—
ফুল-বনে পরশিয়া,—
যৌবনে সরসিয়া
চুম্বনে হরষিয়া
অঙ্গে অনঙ্গে।

ফাল্গুনে মরতের
বুকে রচি নন্দন,
বনে বনে হরিতের
ঢালি হরি-চন্দন ;
আকাশ-প্রদীপে চাহি
মোরা কত গান গাহি,
কবি-হৃদে অবগাহি
লভি শ্লোক-বন্ধন।

শুক্ল শারদ রাতে
জোছনার সিন্ধু,
মেঘের পদ্মপাতে
মোরা মণি-বিন্দু।
মেঘের ওপিঠে শুয়ে
ধরণীরে দেখি নুয়ে,
আঁখিজল পড়ে ভুঁয়ে
দ্যাখে চেয়ে ইন্দু।

ভালবাসি এ ধরারে
করি চুমা বৃষ্টি
মৃত্যুর অধিকারে
অমরতা সৃষ্টি ;

সুখের কাঁদন শিখি
মরমে লিখন লিখি ;—
রোদে-জলে ঝিকিমিকি
হেনে যাই দৃষ্টি ।

খেলি খেলা নিশি ভোর
সারা নিশি বঞ্চি,
চলে যাই হাসি-চোর
আঁখি-লোর সঞ্চি' ;
শুধু এই আনাগোনা
মনে মনে জাল বোনা,
গোপনের জানা শোনা
তপনে প্রবঞ্চি' ।

পিয়ে যাই মন্তরে
নূতনের হর্ষ,
সঁপে যাই অন্তরে
বিদ্যুৎ-স্পর্শ !
দিয়ে যাই চুম্বন
চলে যাই উন্মন ;
জীবনের স্পন্দন—
হয় বা বিমর্ষ !

মিশে যাই ধোঁয়া-ধার
ঝর্ণার শীকরে,
হেসে চাই আরবার
জোনাকীর নিকরে,
খেয়ালের মন্থ সে
পান করি সন্থ সে,
চির-অনবন্থ সে
হাসি-রাশি ঠিকরে।

খেয়াল মোদের প্রভু,
দেবতা অনঙ্গ,
আমরা সহিনা তবু
সত্যের ভঙ্গ ;
আমরা ভাবের লতা,
ভালবাসি ভাবুকতা ;
নাহি সহি নগ্নতা,—
নিলাজের সঙ্গ।

চির-যুবা শূর বীর
বিজয়ীর কুঞ্জে
আমাদের মঞ্জীর
মদালসে গুঞ্জে ;

তাবে যারা তন্ময়
জানেনা মরণভয়
তার লাগি' আমি হয়
রণ-ধূম-পুঞ্জে।

ফুটে উঠি হাসি সম
খড়্গের ঝলকে,
মোরা করি মনোরম
মৃত্যুরে পলকে।
উৎসবে দীপাবলী
সনে মোরা নিবি জ্বলি,
সুরা সম উচ্ছলি'
চঞ্চল পুলকে।

যুগে যুগে অভিসার
করি লঘু পক্ষে,
নাই লীলা দেবতার
অনিমেষ চক্ষে ;
আকাশের দুই তীর
হ'তে নাহি দিই থির,
টিঁকি নাকো পৃথিবীর
সীমা-ঘেরা বক্ষে।

আকাশের ফুল মোরা,
ছড়ি মোরা দ্যুলোকে ;
স্বপনের ভুল মোরা
ভুল-ভরা ভূলোকে।
চরণে হাজার হিয়া
কেঁদে মরে গুমরিয়া
ধূলি হতে ফুল নিয়া
মোরা পরি অলকে।

গাও কবি! গাও গান
হে কিশোর-চিত্ত!
কিশলয়ে কর দান
চুম্বন-বিত্ত।
বাঁধ মোরে ছন্দে গো
বাঁধ ভুজবন্ধে গো,
তোমা' ঘিরি' ফিরি' ফিরি'
হের করি নৃত্য॥

সূর্য্য-সারথি

হিম হ'য়ে যায়, হিম হ'য়ে যায়
বপু মম বেপমান,
ঝিম্ ঝিম্ ঝিম্ নভ নিঃসীম
কেঁপে কেঁপে মরে প্রাণ ;
বাজে কি না বাজে কালের ডমরু
ডিণ্ডিম অবসান !

আঁধারে কে মোরে জাগালে অকালে
আনিলে চেতন-কূটে,
ডিম্ব টুটিব আপন বলে যে,—
কে দিল ডিম্ব টুটে ?
কে মোরে ঢেকেছে উত্তাপহীন
বিপুল পক্ষ-পুটে ?

অকালে বিফলে জাগালে বিকলে,—
গর্ভ-শয়ন-শায়ী
রক্ত-শোণিম কুণ্ঠিত ভ্রূণ
স্বজনী-পীযূষ-পায়ী ;
নিরালোক দেশে মিছা জাগরণ,—
হ'লে অকাজের দায়ী।

নিদ্‌-সাগরের তটে তটে বায়ু
ফেলে হিম নিশ্বাস,
শবরীর মেয়ে শ্যামা শর্ব্বরী
চিত্তে জাগায় ত্রাস ;
কখন্ মোচন হবে আঁধারের
এই অজগর গ্রাস ?

জননী বিনতা ! অয়ি অবনতা !
কী করিলে তুমি, হায় !
আবরণ মোর কেন ঘুচাইলে
অকালে চঞ্চুঘায় ?
আমি অপুষ্ট আমি শীতাতুর
দাঁড়াতে পারি না পায়।

জানি দুঃসহ দুর্দ্দশা তব
দুঃসহ দাসীপনা,
সতীনীর ছলে হত-মান তুমি
সহ শত গঞ্জনা ;
সতীনীর ছেলে ক্রূর সর্পেরা
দ্যায় তোরে লাঞ্ছনা।

তবু রোষ মানি,—কেন তুই মোরে
করে দিলি নিষ্ফল ?
ধৈর্য্য ধরিতে বলি' গেল পিতা
কেন হ'লি চঞ্চল ?
মহাবল ছেলে হবে যে মা তোর,
এই কি সে মহাবল ?

ক্রূর সর্পের দর্প ঘুচাব,—
এই ছিল মোর তপ,
জন্ম-কোষের মাঝে রহি শুধু
এই করিয়াছি জপ ;
ভেঙে দিলি তুই ব্যর্থ করিলি
নষ্ট করিলি সব।

কতদিন মোরে পক্ষে ঝাঁপিয়া
দিলি বক্ষের তাপ,
দিন গণি' গণি' করিলি আপনি
কত যুগ পরিমাপ ;
কার শাপে শেষে ঘটালি এমন,
কার এই অভিশাপ ?

কোন্ নিষ্ঠুর পরিহাস হেন
করিছে মোদের সবে ?
শঙ্খ-ধবল দেবতার ঘোড়া
নহে কেন কালো হবে ?
ভরিবে ভুবন কেন কদাচারী
কদ্রুর গৌরবে ?

সন্তাপ তোর বুঝিতে পারি মা
মুখে তোর নাই হাসি।
মনের গ্লানিতে,মরমে মরিছ
সতীনীর হ'য়ে দাসী ;
শোচনার তোর অন্ত নাহি গো
অনুশোচনার রাশি।

স্বামী উদাসীন, প্রবল সতীন
চিরদিন যন্ত্রণা,
পঙ্কের তলে যে ছুটি পুষিলে—
এমনি বিড়ম্বনা—
একটিরে তার নিজে মা মেরেছ ;
কিবা আছে সান্ত্বনা ?

স্থল কূল নাই দুঃখ-সাগরে
ঢেউ সে আঁধার-করা,
কূলে এসে হায় ডুবে গেল তোর
ভবিষ্যতের ভরা ;
আশা-মালঞ্চ ঝড়ে ভেঙে দিল
তোর এই অতি ত্বরা।

অধিক যতনে আশার প্রদীপ
আঁচলে ঢাকিলে, মরি,
অতি আগ্রহে দীপ সে নিবিল
অঞ্চল গেল ধরি',
নগ্ন দাঁড়ালে শত্রুর আগে
নেবা-দীপ হাতে করি'।

বেদনা তোমার বুঝিতে পারি মা
যে যাতনা দিনযামী
সে ব্যথা ঘুচাতে নাহি সামর্থ্য
ব্যাহত পঙ্গু আমি ;
শীতের শাসনে মুহু বুকে মোর
স্পন্দন আসে থামি।

বাহির হবার যোগ্য না হ'তে
বাহিরে আনিলে টেনে,
দায় মোচন হল কি জননী
অকালে আঘাত হেনে?
অথবা জাগালে দুখের দোসর
বড়ই একাকী মেনে?

তবু একা তোরে হবে মা রহিতে,
মোরে যেতে হবে দূরে,
দুখের দোসর হতে নারিলাম
তোর নৈরাশ-পুরে ;
রবি বিনা মাতা স্বস্তি কে দিবে
এই চির-শীতাতুরে?

বিধির বিধান লঙ্ঘি' করিলে
বিধাতার অপমান,
হায় মা ! আপনি বাড়ালে আপন
দাম্ভের পরিমাণ ;
তাপস তোমার স্বামীর কথায়
দিলে না, দিলে না কান !

অপ্রমত্ত রহিতে নারিলে,
সহিতে হইবে দুখ,
অভিশাপ নহে,—মায়ে দিয়ে শাপ
পুত্রের কিবা সুখ ?—
মাতার দাম্ভে পুত্রের কবে
উজ্জ্বল হয় মুখ ?

অভিশাপ নহে, ভবিতব্য এ,
এ যে করমের ফল,
অকালে অকাজে ব্যয়িত বিত্ত
চাই নব সম্বল ;
নব তপে পুন যুগের যাপন
এনে দিবে নব বল।

আছে এক মহাসত্ত্ব এখনো
তোমার পক্ষতলে,
অকালে যেন মা তারে আর তুমি
জাগায়ো না নিষ্ফলে ;
তোমার দাস্য ঘুচায়ে ধন্য
হ'ক সে অবনীতলে।

শঙ্খ-ধবল দেবতার ঘোড়া,—
কালো যারে বলে ক্রূর,—
তার শুভ্রতা করিবে প্রমাণ
মোর সে সোদর শূর,
বিধির বিধান ক্রূর যারা বলে
তাদের দর্প চূর।

যুদ্ধ করিয়া দেবতারও সাথে
লভিবে সে সম্মান,
হবে তেজীয়ান, বিষ্ণু-রথের
চূড়ায় তাহার স্থান ;
দেবতার রাজা ইন্দ্রের সনে
করিবে সে সুধা পান।

বিশ্বে বিথারি মৃত্যুর ছায়া
পরম দর্পভরে
অমৃতের সাধ রাখে যারা, সুধা
সঁপিবে তাদেরও করে,
উদার তাহার হৃদয় কাঁদিবে
ক্রূর সর্পেরও তরে।

দেবতা হরিবে সুধার কলস,—
বিধাতার এ বিধান,—
সর্প কুটিল হবে না অমর,
হবে শুধু হতমান ;—
অমৃতের লোভে জিহ্বা মেলিয়া
অশ্রু-সলিল পান।

পঙ্গু আমি মা ! ভায়ের শৌর্য্য
ভাবিয়া আমার সুখ,
আমি দিয়ে যাই আশার বারতা
কানে তোর উৎসুক,
আলোর আভাসে দেখে যাই তোর
ক্ষণ-উজ্জ্বল মুখ।

আশিস কর মা, আলোর বারতা
আশার বারতা বহি'
ব্যর্থ জীবন সার্থক হোক
আলোকের রথে রহি';
পিতা বলেছেন 'সূর্য্য সারথি',—
আমি তো তুচ্ছ নহি।

পঙ্গুর এই ভঙ্গুর দেহ
চালাবে আলোর রথ,
রশ্মি হেলনে সপ্ত অশ্ব
ছুটাইবে যুগপৎ,
দীপ্ত ললাটে উজলি চলিবে
আকাশের রাজপথ।

জননী! জননী! দেখ ওই টুটে
তিমিরের নাগপাশ!—
আঁধারের পটে সূর্য্য-রথের
মৌক্তিক উচ্ছ্বাস!—
সদ্য-দুধের মত কবোষ্ণ
বাতাসের নিশ্বাস!

জাগ আতুরের আর্ত্তিহরণ !
জাগ রবি ! প্রাচীমূলে,
এস ভাস্বর ! এস ভাস্কর !
আঁধার বিঁধিয়া শূলে ;
শীতাতুর তব নবীন সারথি
লও তারে রথে তুলে ।

অক্ষম জেনে নূতন ক্ষমতা
সৃজিলে আমার লাগি',
আমারে করিলে জ্যোতিষ্মস্ত !
আপন জ্যোতির ভাগী ;
ওগো জগতের নয়নের তারা
পদ্মের অনুরাগী !

উগ্র তোমার ব্যগ্র আলোক
বাঘের চোখের জ্যোতি ;
সহিতে নারে যা' বিশ্বভুবন
হে গ্রহ-ছত্রপতি !
দহিবে না তায়, সহজে সহিবে
তনু-দেহ এ সারথি ।

সহজে সহিব, আমোদে রহিব
তোমার নয়ন-ভায়,
মধু-পিঙ্গল কিরণ তোমার,—
মধুর করিব তায় ;
যুগে যুগে নব-জাগরণ-তূরী
বাজাব প্রভাত-বায়।

আলোকের রথে সারথি হইয়া
জনমে জনমে রব,
জনমে জনমে জনে জনে জনে
আলোকের বাণী কব ;
পুষ্প-বিকাশ আশার আভাস
জাগাব নিত্য নব।

জননী বিদায় ! বিদায় জননী !
প্রণতি তোমার পায়,
চির ঋণ এই কুদেহ তনয়ে
রেখ, মনে রেখ, হায়,
ক্ষণিক আশার দোসর তোমার
চরণে বিদায় চায়।

সুদিনে স্মরণ করিয়ো জননী !
আর কিছু নাহি চাই,
পাণ্ডু আশার প্রথম আভাস
দিয়ে আমি চলে যাই ;
সূর্য্য-রথের পঙ্গু সারথি
আলোকের আগে ধাই।

মন্দের ভাল সকলের আগে,
সে ভাল ক্ষণস্থায়ী ;
ভালর ভাল সে সর্ব্ব কালের
চরমে আরামদায়ী ;
নয়নের জল মোছ, মা ! তুমি যে
অমর অমৃতপায়ী।

বিদায় জননী ! যাই মা ! বিদায় !
শীতে বড় পাই ক্লেশ,
পূরিবে কামনা পুণ্যবতী গো
নাই সংশয়-লেশ,
রবি-রথে বসি দেখিব একদা
মা তোর দুখের শেষ।

দেবতা! তোমার হরিৎ ঘোড়ার
রশ্মি আমায় দাও;
সপ্ত অশ্ব বৈবস্বতী!
ধাও তীর-বেগে ধাও;
নব জাগরিত বিশ্ব ভুবন!
নব গায়ত্রী গাও ॥

শোভিকা

তপ্ত ভুবন, সুপ্ত বাতাস,
তৃপ্তি নাহিক, নাহিক আশা ;
কাঠ-মল্লিকা-ফুলের পাতায়
কাঠ-পিঁপড়েতে বেঁধেছে বাসা।
রৌদ্র-মাতাল মৌমাছিগুলা
মূর্চ্ছি' পড়িছে শিরীষ-মূলে,
চাক্‌ভাঙা যত ভীমরুল এসে
ব্যস্ত করিছে কুর্চ্চিফুলে।
নীরব-দহনে দহিছে জগৎ
অশ্রু-বিহীন বিপুল দুখে,
শুকায়ে উঠিছে বিপুল হুতাশে
আমারি মতন মৌনমুখে।
শূন্য হৃদয় শুকায়ে উঠিছে
শুষ্ক নয়ন সুদূরে চায় ;
হায় গো হায়!

মথুরাপুরীর শ্রেষ্ঠ গায়িকা

মধুপার মেয়ে নন্দা আমি,

দরীগৃহে রাজ-রঙ্গ-ভবনে

গানে গানে গানে পোহাই যামী।

করি অভিনয় রাজ-রঞ্জনে

আমি গো শোভিকা নগর-শোভা,

রাজার প্রজার নয়নের মণি

হাজার হাজার হৃদয়-লোভা!

আয়ত্ত মম সকল বিদ্যা

করগত চৌষট্টি কলা,

গেহ ভরা জ্ঞানী-গুণী-সমাগমে,

তবু ঘুচিল না মনের মলা।

তবু ঘুচিল না চির-হাহাকার,

না জানি পরাণ কি ধন চায়

হায় গো হায়!

শঙ্খ-ধবল গৃহটি আমার

কীলক-বদ্ধ কবাট তাহে,

গৃহচূড়ে সৌভাগ্য-পতাকা

গৃহতলে শুক সারিকা গাহে;

শ্লথ আলস্যে আরামে ঝিমাই

রেশমের হিন্দোলার পরে,

দাসী নিপুণিকা আর চতুরিকা
মক্ষী তাড়ায় চামর করে।
শশকের লোহে কেশ ধুই নিতি,
কাশ্মীর-ফুলে বাঁধি কবরী,
তুষার-মিশ্র শীতল মদিরা
পান করি কভু সেতার ধরি ;
সুরে বাঁধা তার করে হাহাকার,
বাষ্প-জড়িমা সুরে জড়ায় !
হায় গো হায় !

বিস্মৃত কোন্ সুদূর স্বপন
ছায়ার মতন ঘনায়ে আসে,
অ-ধর সে কোন্ সুদূর চাঁদের
সুষমা গোপন পরাণে ভাসে ;
পঙ্কিল এই জীবন-সায়রে
পঙ্কজ কোথা ওঠে গো ফুটে,
সৌরভ তার কাঁদিয়া ফিরিছে
ব্যথিত আমার পরাণ-পুটে।
অনেক যামিনী ব্যর্থ গিয়েছে
অনেকের পরিচর্য্যা করি',

ক্ষণিকের মোহ ক্ষণে সে টুটেছে
ভুলেছি, ঠেলেছি, রাখিনি ধরি'।
না পেয়ে নাগালে যে পাওয়া পেয়েছি
তারি লেহা শুধু পরাণে ভায়,
হায় গো হায়!

মন যাহা চায় হায় গো সে ধন
বাহু যদি ঘেরে রাহুর মত
আধা-পথে মন ফেরে বাধা পেয়ে
মনের যে লেহা হয় সে গত।
দেবতার ভোগ কুকুরে খায়
উপোষী দেবতা হয় বিমুখী,
ভোগের পরশ নাশে ভালবাসা
পাণ্ডু অরুচি ছায় গো উঁকি।
নয়নের আগে বারেক হাসিয়া,
যে চাঁদ সুদূরে গিয়াছে সরি'
ভাবের ভুবনে চির পূজা তার,
আরতি তাহার জন্ম ভরি'।
স্মিরিতি স্বপনে তার রাজাসন
চির আঁখিধারা ঝরে সে পায়,
হায় গো হায়!

মনে পড়ে সেই মনোহর রাতি
ফিরিতেছি অভিনয়ের শেষে
পুরুষ-ভূমিকা করি' অভিনয়
খেয়ালে চলেছি পুরুষ-বেশে।
রঙ্গ-দুয়ারে রম্ভা তরুর
দীপ-বৃক্ষেতে দেউটি জ্বলে,
সে আলোতে বসি পুঁথি পড়ে কেগো ?
খেয়ালী বিলাস-ভবন-তলে !
কিশোর মুরতি আঁখির আরতি
পরাণের প্রীতি লয় সে কাড়ি' ;
স্মিত-বিস্মিত বচনে সুধানু
"কি পড়িছ হেথা ? কোথায় বাড়ী ?"
কহিনু নাট্য-ভবন-দুয়ারে
পাঠ্যেতে মন দেওয়া যে দায়,
হায় গো হায় !

পুঁথি হ'তে মুখ তুলিয়া বারেক
অমনি সে আঁখি করিল নীচু,
দৈন্য-লজ্জা আকুতি নয়নে
সহসা বলিতে নারিল কিছু।
নীরবে যেন সে কহিল আমায়
"অপরাধ ইহা ?—ছিল না জানা ;

অপব্যয়ের মশাল জ্বলিছে,—
পাঠ-অভ্যাস তাহে কি মানা ?”
সঙ্কোচ হেরি’ সুধানু আমি
কহিল সে “বিদ্যার্থী আমি,
তৈল কিনিতে নাই সামর্থ্য
তাই হেথা বসি কয়েক যামী ;
শুক্ল পক্ষ সুরু হ’য়ে গেলে
আসিব না আর আমি হেথায়।”
হায় গো হায় !

তামসিকতার তোরণে বসিয়া
এ কি তপস্যা !—ভাবিনু মনে ;
তরুণ তাপস ! তোমার দৃষ্টি
পূত করি’ দিল এ হীন জনে।
তুমি উঠিতেছ চিত্ত-শিখরে
আমি ডুবিতেছি ভোগের কূপে ;
লালসায় খরা নয়ন আমার
জুড়াল তোমার তাপস-রূপে।
সহসা হৃদয় সংবরি, তারে
কহিনু “পড়িতে হবে না পথে,

এই লও দুটি কনক নিষ্ক,
তৈল প্রদীপ হ'বে এ হ'তে ?
লজ্জা ক'র না কিশোর বন্ধু !"
হাতে লয়ে হাত দিনু মুঠায়।
হায় গো হায় !

মাসে মাসে ঠিক সেইখানে গিয়ে
পূজার অর্ঘ্য দিতাম তারে,
পুণ্য আমার এই অভিসার
মণি হ'য়ে জ্বলে স্মৃতির হারে।
যে বেশে প্রথম দেখেছিল মোরে
সেই বেশে সাজি দিতাম দেখা,
গোধূলি লগনে ছায়া আবরণে
দূরে দাসী রেখে যেতাম একা।
শুনিতাম তার জীবনকাহিনী,
ছোটখাট তার অভাবগুলি
মোচন করিয়া মন খুসী হত
স্বর্গ যেন সে যেত গো খুলি' !
তবু কি যে হাওয়া জাগিত হঠাৎ
তবু কি যে তাপে দহিত কায়
হায় গো হায় !

একা দেখা করা বন্ধ করিনু,
উঁকি দেয় মনে [illegible]না ;
বন্ধু ভাবিয়া কাছে যে এসেছে
ঘুরে যাবে হেরে বারাঙ্গনা ?
ছদ্ম বেশের মর্য্যাদা হায়,
রেখে যে আমায় চলিতে হবে,
ছল আজি মোর কল্যাণ হেতু
ছলের ছন্দ চলুক তবে।
হৃদয়ের মাঝে স্বর্গ যে আছে
শূন্য সে মোর এ জন বিনে,
আছে যে নরক সে তো মুখরিত
অট্ট হাস্যে যামিনী দি
হাজার বাতির ঝাড় জ্বলে তবু
হরষের ভাতি নাই সেথায়
হায় গো হায় !

পরাণ জ্বলিছে দ্বন্দ্ব চলিছে
ক্রন্দন ওঠে সংগোপনে,
অন্তরে মোর ভাল ও মন্দ
মাতিয়াছে যেন মল্লরণে !
সহসা শুনিনু না বলি' না কহি'
চলে গেছে কোথা বন্ধু মম ;

রুদ্ধ ব্যথায় ধূলায় লুটানু
অজানা আঘাতে ক্রৌঞ্চী সম।
কাঁদিলাম, গালি পাড়িতে গেলাম,
ভাবিলাম অকৃতজ্ঞ ওযে,
আবার ভাবিনু,—সব সে বুঝেছে,—
আমার গ্লানি কি বালকে বোঝে?
গেল নাগালের বাহিরে চলিয়া,
ভাল হল ওরে মলিন হিয়া,
বিলাসের মালা গাঁথিতে হল না
দেব-দান নির্ম্মাল্য দিয়া।
জগতের চোখে আমি কলঙ্কী,
সে কি আজো অকলঙ্ক জানে?
ম্লান মুকুরের ভাস্বর ভাগ
ভাতিছে কি আজো তার নয়ানে?
মোরে জেনেছিল শুধু শুভার্থী;
ভুল?...ভুল কিনা বলা সে দায়
হায় গো হায়!

গেছে সে চলিয়া কিছু না বলিয়া
স্মরিতে এখনো হৃদয়ে বাজে,
পাপে অর্জ্জিত অর্থ আমার
লাগিল না কল্যাণের কাজে।

শূন্য জীবন শুষ্ক হৃদয়
কাঠ-মল্লিকা ফুলের মত
ঈষৎ গন্ধ আছে যা' তা' সেই
তরুণের দান দেবব্রত।
দিবসের আলো কাঠ-বিষে ভরা
লালসা-বিলাস নিশির ভাষা,
কাঠ-মল্লিকা ফুলের বিতানে
কাট্-পিঁপ্ড়েতে বেঁধেছে বাসা।
গানের মদিরা প্রাণ না পরশে,
মদিরার জ্বালা নয়নে ভায়;
হায় গো হায়!

তবু ধনী আমি, আমি রূপবতী,
আলাপ নিপুণা, হাস্য-রতা,
রাজার সঙ্গে রাজনীতি কহি
পণ্ডিত সনে শাস্ত্র-কথা।
বণিকেরে মণি চিনিতে শিখাই,
বিলাসীর মন লীলায় হরি,
কবির সঙ্গে কাব্য-রঙ্গে
কবিতার পদ-পূরণ করি।
দর্শন পড়ি, ঘোড়াতেও চড়ি,
খড়ি পেতে জানি অঙ্ক কষা,

জ্ঞানী-গুণী-জন-গুঞ্জন শুনি
চুম্বন জিনি' অমৃত-রসা।
তবু মিটিল না মমতার ক্ষুধা,
স্নেহের পিপাসা—সে কিসে যায়?
হায় গো হায়!

শোভিকার মন শূন্য ভুবন,
একটি কি সেথা ফুটেছে হাসি?
দিনের দেবতা! মার্জ্জনা কর
নিশীথের পাপ-চিন্তা রাশি।
মনের গোপনে চৈত্য রচিয়া
রেখেছি যে নিধি স্বপন মাঝে,—
সেই মোর বল সেই সম্বল
আমার আঁধার আলোকি' রাজে।
সেই অঙ্কুর দিনে দিনে বাড়ি'
বিথারি দিবে কি বটের ছায়া?
স্নেহের পিপাসা মিটায়ে আমার
ব্যর্থ এ নারী-হিয়ার মায়া?
শূন্যতা আর সহিতে না পারি
শুষ্ক হৃদয় মমতা চায়,
হায় গো হায়!

অনার্য্যা

কানাচ দিয়ে শাবক-হারা বিড়াল কেঁদে যায়,
কার বাছারে গুহায় বেঁধে রাখ্‌লে এরা হায়!
আমার চোখে ঘুম এলনা, শূন্য আমার কোল,
'মা' বোল্‌ আমার ফুরিয়ে গেছে কচি মুখের বোল্।
ওরে বাছা। পরের ছেলে! নয়ন মেলে চাও,
বন্দী তুমি, তবু এমন অঘোরে ঘুম যাও?
কাল যে তোরে ফেলবে কেটে, সন্দেহ নেই তার
এই মুজবান্‌ পাহাড় পরে ক্রুহুর অধিকার।
সাত শো লোকের মালিক ক্রুহু, ক্রুহু আমার ভাই,
সোমলতা যে তুল্‌তে আসে রক্ষা তাহার নাই।
কটা রঙের উপরেতে ক্রুহুর ভারি রাগ,
দোষ দিব কি? কটা রঙেই কেড়েছে ভুঁই ভাগ।
তোমরা বাপু দুষ্ট ভারি,—তোমরা কটা লোক,
কালো লোকের জিনিষেতে দাও বা কেন চোখ্‌?

উড়ে এসে বসলে জুড়ে পাহাড়-তলীতে,
রইল নাক' কিছু মোদের আপন বলিতে ;
পাহাড়-গুহায় লুকিয়ে বেড়াই আমরা অনার্য্য,
মোদের যত হক্-দাবী কেউ করেই না গ্রাহ্য।
উঠলে রুখে আমরা দস্যু 'নিস্থ' হলেই দাস,
কোনো দিকেই নেইক ভালাই, যে দিকে চাই ত্রাস।
রফা ক'রে চল্‌তে গেলে চাকর হ'তে হয়,
তার চেয়ে এই বন্য জীবন ভালই সুনিশ্চয়।
সর্ব্বনাশের তোমরা গোড়া, বাধাও গণ্ডগোল,
তোমাদেরি জন্যে আজি শূন্য আমার কোল।

*　　　　*　　　　*

সে আজ অনেক দিনের কথা, লড়াই ভয়ঙ্কর
বাধ্‌ল আর্য্য অনার্য্যেতে, সাজল নারী নর ;
আমার কোলে ছেলে তখন, রইনু গুহাতে
বুকের মাঝে বুকের নিধি আগ্‌লে দু' হাতে।
দিনের পরে দিন চলে যায় লড়াই না থামে,
বিষ-মাখা তীর ছুট্‌ছে কেবল দক্ষিণে বামে।
পাহাড় পরে ঢিপির আড়াল টঙ্ সে সারে সার,
আড়াল থেকে আমরা মারি, খাইনে বড় মার ;
হালাক্ হ'য়ে শত্রু দিল আগুণ পাহাড়ে
রাত্রে গুহায় জমাট ধোঁয়া ঢুক্‌ল আহা রে !

সেই ধোঁয়াতে মূর্চ্ছা কখন গেছি ঘুমন্তে
ছেলের খুঁজে পেলেম না আর মূর্চ্ছারি অন্তে।

*　　　*　　　*

শোধ নিতে এর পণ করিল রুদ্র আমার ভাই;
আমার হিয়া শান্ত না হয়, সান্ত্বনা না পাই।
দিন দু'দিনে হঠাৎ রুদ্র—নেই কোনো কথা
ফুট্‌ফুটে এক দামাল ছেলে আন্‌লে একদা।
লুট্ ক'রে সেই সোনার নিধি আর্য্য-পত্তনে
সঁপলে আমার শূন্য কোলে প্রফুল্ল মনে।
ঠোঁটে আমার হাসির রেখা চোখের কোলে জল,
না জানি হায় কোন্ অভাগীর প্রাণের এ সম্বল।

*　　　*　　　*

শুষ্ক ঝোরায় বর্ষা নূতন জাগালে সোরগোল
শুন্‌তে আবার পেলাম কানে মধুর 'মা' 'মা' বোল।
পরের ছেলে আপন ক'রে আনন্দে ভাসি,
'তাই' দিয়ে সে নৃত্য করে বাজায় গো বাঁশী।
দিনে দিনে বাড়ে দামাল দুলাল সে আমার;
ধ'রে বুনো চামরী গাই দুগ্ধ পিয়ে তার!
উঁচু ডালে টাঙাই রুটি পাড়ে সে কেটে
এম্‌নি ক'রে তাগ শেখে আর ক্ষুধা তার মেটে।
কাল্‌সারে সে শীকার করে ধ'রে ধনুর্ব্বাণ
ছেলের দলে দলপতি, ভারি তাহার মান।

এম্‌নি ক'রে চৌদ্দ বছর এসেছে গেছে,
ক্ষুদ্র শিশু জোয়ান্ হ'য়ে মরদ হয়েছে!
ক্রুহের সঙ্গে শীকারে যায় লুটতে সে যায় গাঁ,
লুটতে যেতে বারণ করি বারণ মানে না।
আমার শঙ্কা যায় যদি সে আর্য্য-পত্তনে
চিন্‌তে পেরে রাখবে ধরে মোর জীবন-ধনে।
কিন্তু আমার ভাগ্যে ছিল দ্বিগুণ হাহাকার
লুটতে গিয়ে টুটল জীবন ফিরল না সে আর।
জাতির হাতে জাতির বাণে প্রাণ দিয়েছে, হায়,
নাড়ি-ছেঁড়া নয় সে, তবু, ভুল্‌তে নারি তায়।

*　　　*　　　*

আজকে বাছা তোমায় দেখে পড়ছে মনে সব,--
তেম্‌নি বরণ তেম্‌নি ধরণ, তেম্‌নি অবয়ব।
তোমায় দেখে জাগছে আমার সুপ্ত মমতা,
আঁখি জলে আর্দ্র কত বিস্মৃত কথা।
পরের ছেলে ঘরে এসে দখল ক'রে কোল
বাধিয়ে গেছে পাহাড়-দেশে বিষম গণ্ডগোল।
ঘুচিয়ে গেছে আমার মনে ঘরের পরের ভেদ
কাঁদিয়ে শেষে পালিয়ে গেছে এই সে আমার খেদ।
তাহার কথা পড়লে মনে যাই ভুলে আর সব,
যাই গো ভুলে আর্য্য-জাতির সকল উপদ্রব।

তার মু'খানি জাগল মনে তোমার মুখ দেখে
তাই বাঁচাতে চাই বাছারে! বলির হাত থেকে।
তোমার গায়ে লাগলে আঁচড় সইবে না প্রাণে,
যাও চলে যাও রাতে রাতে ইচ্ছা যেখানে।
লতার বাঁধন দিইছি খুলে, মুক্ত গুহার দ্বার,
চাঁদ ডুবিতে বিলম্ব ঢের, শঙ্কা কি তোমার?
কুকুর আমার পথ দেখাবে সঙ্গে এরে নাও,
শাদা তোমার ছাগল-জোড়ার পিঠে বোঝাই দাও।
পাতা-ছাড়া সোমের ডাঁটা সোনার সমতুল
যত খুসী যাও নিয়ে যাও আস্ত আছে মূল।
শকটিকা—থাক্ সে পড়ে শব্দ হবে জোর।
দুই ছাগলে বইবে তোমার যজ্ঞ-লতার ডোর।

* * *

তবে যদি ইচ্ছে করে—মনেতে হয় সাধ
শকটখানি ভরে নিলে হয় যদি আহ্লাদ।
তাই নে বাছা, মানা আমি করব না তাতে
আজ্‌কে আমার সাধ হয়েছে ইচ্ছা পুরাতে।
দাও শকটে লতার বোঝাই পত্র ছাড়ানো
পড়লে ধরা শক্ত তোমার নয়কো এড়ানো।
শাদা ছাগের শকট হাঁকাও শুক্র এ রাতে,
শকটে কি শঙ্কা? আমি ধরব সে মাথে।

কুথ্‌লে কেহ এই বলিলেই যাবি রে বেঁচে,—
"ভ্রুহুর বহিন্‌ কুৎসী আমার ছেলে বলেছে।"
কুকুর আমার রইল সাথে চিন্‌বে সকলে,
বাঁধতে সাহস করবে না কেউ তোমায় শিকলে।
ভায়ের সঙ্গে বোঝাপড়া যা হয় তা হবে,—
শূন্য জীবন মরণে ভয় করে বা কবে?
কুৎসী কারেও ভয় করেনা ভারি সে তেজা,
(ওরে) যাবার বেলা তারে শুধু 'মা' বোল্‌ বলে যা'॥

পরিব্রাজক

হয় নাই পাপ-দেশনার শেষ

সঙ্ঘ-বোধি-স্বামী !

দাঁড়াও দাঁড়াও আমার পাপের

নির্দ্দেশ করি আমি।

কর্ম্ম বাকের ওগো আচার্য্য !

আমি পরদেশবাসী,

আসিয়াছি হেথা বোধি-বৃক্ষের

দরশন অভিলাষী।

যদিও শ্রমণ তবু পরিয়াছি

গৃহীর শুভ্র বেশ,

উপসম্পদা লইবার আগে

করি পাপ নির্দ্দেশ।

চীন দেশ হতে যাত্রা করিয়া

যাত্রী উড়ুপে চড়ি'

আসিতেছিলাম দু'জন শ্রমণ

একই মঠ হতে, মরি।

ঝড় ছিলনাক, ঝঞ্ঝা ছিল না,
আকাশ সুনির্ম্মল,
নীল পাথারের শান্ত বিথারে
তরী শুধু চঞ্চল।
দিনের অন্তে আসিতেছে নিশি,
নিশির অন্তে দিন,
তুঁত পাথরের বিপুল কৌটা
নীলে চৌদিক লীন।
কত বন্দরে লঙ্গর করি'
আহরি' খাদ্য পান
বঙ্গ-সাগরে পৌছিল 'উড়ি'
যাত্রীতে কানে কান।
সহসা একদা দুর্য্যোগ এল
মৃত্যু-যোগের মত,
ভেঙে যায় বুঝি ঢেউয়ের পীড়নে
উড়ুপ ঝঞ্ঝাহত।
মসীময় মেঘে জটা পাকাইয়া
স্তম্ভ নামিল জলে,
জীবন মরণ হিন্দোলা দোলে
তুফানে নভস্তলে।
তবু ডুবিল না ক্ষুদ্র উড়ুপ
দূরে গেল কাল নিশা,

থামিল ঝাঞ্চা ; মাঝিরা দেখিল
হারায়ে ফেলেছে দিশা।
বিপথে চলিতে ডোবা পাহাড়ের
চূড়ায় চিরিল তল,
দেখিতে দেখিতে উড়ুপ ভরিয়া
উঠিতে লাগিল জল।
হ'ল বিহ্বল যাত্রীর দল
সর্দ্দার মাঝি তবে
হুকুম করিল "বোঝাই কমা
মাল ফেলে দিতে হবে।"
থলিয়া-বোঝাই নারিকেল টানি'
মাল্লারা ফেলে জলে
ঝাঁপ দিয়া তাহা ধরি কেহ কেহ
সাঁতারে বুকের বলে!
হাঙরে ধরিয়া লইল কাহারে
আসিয়া অতর্কিতে,
তর্ক বচসা কান্নার রোল
গোল ওঠে চারিভিতে।
জল সেঁচি' জল রোধা নাহি যায়,
সহসা দেখিনু একি!
আরেক উড়ুপ আসে দ্রুত বেগে
মোদের বিপদ দেখি'।

যাত্রীর দল করে কোলাহল

বাঁচিবার ভরসায়,

মোরা দোঁহে জপি' বুদ্ধের নাম

পাথরের ছবি প্রায়।

নৌকা ভিড়িল নৌকার গায়ে,

আমাদের মাঝি তবে

কহিল "দুজন শ্রমণ হেথায়,

আগে তুলে নিতে হবে।"

এই কথা শুনি সঙ্গী আমার

শান্ত দু' আঁখি মেলি

কহিল মাঝিরে "আমি যেতে নারি

একটি প্রাণীরে ফেলি',

সব যাত্রীর ঠাঁই হয় যদি

আমি যাব সব শেষে।"

কহিল আমার সঙ্ঘ-সুহৃদ্

ভয়-হারা হাসি হেসে।

মনের আঁধারে জ্যোতি পেনু আমি

শুনিয়া তাহার বাণী ;

মাঝি কহে "প্রভু, তোমারে বাঁচানো

পরম পুণ্য মানি।"

যাত্রী অনেকে মিলিয়া তখন

মিনতি করিল কত,

অটল রহিল বোধি-রক্ষিত
অটল গিরির মত।
ভরা নৌকাটি দেখিতে দেখিতে
ভরিয়া হইল ভারি,
"আর দু'জনের হ'তে পারে ঠাঁই
বেশী লোক নিতে নারি।"
আবার মিনতি করিল মাঝিরা
তুলিতে চাহিল কাঁধে ;
বাধা দিয়া মোর বন্ধু কহিল
"ফেলিবি পাপের ফাঁদে ?"
মাঝি কহে "সব যাত্রীরই প্রায়
হল যে সংকুলান" ;
বন্ধু কহিল "দেখা যাবে শেষে,—
সব শেষে মোর স্থান।
জানিস্ নে তোরা ?...বুদ্ধ আমার
করুণার অবতার
নিখিল জীবেরে মুক্ত না দেখি
মন পূরিবে না তাঁর।
নির্ব্বাণ-পদ সবাই না পেলে
নাই তাঁর নির্ব্বাণ,
তাই যুগে যুগে আনাগোনা তাঁর
হয় নাই অবসান।

মোর জীবনের মূল্য অধিক
হ'ল কিসে তাঁর চেয়ে ?
ভগ্ন তরীতে মোরে দেখা দিবে
ভাঙা নৌকায় নেয়ে।
বুদ্ধদেবের উপাসক আমি
গ্রাহ্য করি না প্রাণ।"
'হায়,' 'হায়,' করে যাত্রীর দল
মাঝিরা মুহ্যমান।
বুদ্ধের প্রিয় ভক্ত তখন
মোরে কহিলেন চুপে
"একজন যাওয়া চাই বোধিমূলে
চাই যাওয়া কোনোরূপে।
পূজা-উপচার আমাদের হাতে
লোকে যাহা দেছে সঁপে
পৌছিয়া দেওয়া চাই যে সে সব
বোধি-তরু-মণ্ডপে।
তুমি যাও ভাই ওঠ নৌকায়
পূজা-সামগ্রী লয়ে।"
বিপদে-বিমূঢ় আমি তার পানে
চাহিলাম বিস্ময়ে।
কহিলাম তারে "সে কি হ'তে পারে ?
হেথায় রহিব আমি,

তুমি লয়ে যাও পূজা-উপচার
ওগো নির্ব্বাণ-কামী।"
তর্ক চলিছে দুইজনে, হোথা
নৌকা ভরিছে জলে;
মাঝিরা ডাকিছে, আকুল পরাণ
গুমরিছে হিয়া-তলে।
শেষে কহিল সে "এরা তো বণিক
নেমে যাবে ঠাঁই ঠাঁই
তীর্থ অবধি যাইতে বন্ধু
তুমি ছাড়া কেহ নাই।
ইহাদের সঁপি পূজা-উপচার
হব কি পাপের ভাগী?
আমি ক্ষীণ; পথে মারা যেতে পারি,
বুদ্ধের অনুরাগী।
যাও তুমি।" আর ঠেলিতে নারিনু
উঠিনু তরীতে গিয়া,
আত্মসার এ আত্মারে মম
শত ধিক্কার দিয়া।

* * *

বিশ্বাস কর, উঠিনু তরীতে,
ছিল বা প্রাণের স্পৃহা;

মনে প্রবোধিনু—পূজা-সামগ্রী—
কর্ত্তব্য যে ইহা—
পৌঁছিয়া দেওয়া বোধিমণ্ডপে
নহিলে সত্যহানি,—
লোকেদের কাছে,—যারা দেছে সব
মোদের ধরমী মানি'।
উঠিনু তরীতে মন্থর পদে
ম্লান মুখে নতশিরে
মরণের মুখে এড়িয়া আমার
দোসর সঙ্গীটিরে।
নাই তিল ঠাঁই নূতন উড়ুপে
ডুবু ডুবু যেন করে।
সবার দৃষ্টি লগ্ন এখন
ভগ্ন তরীর 'পরে।
সকলেই প্রায় এসেছে এ নায়
বন্ধু আসে নি মম,
ঢেউ নাচে ঘিরি ভগ্ন তরণী
শূন্য শ্মশান সম।
নির্ম্মেঘ নভ, সূর্য্য হাসিছে,
ধীরে ধীরে তরী ডোবে,
ধিক্কারে মন বিরস আমার
বিষাইয়া উঠে ক্ষোভে।

ঢেউ চলে ভাঙা তরী ডিঙাইয়া
জলে পরিপূর করি',
তবু অবিচল বুদ্ধ-ভকত
অমিতাভ দেবে স্মরি'।

*　　*　　*

হাহাকার করি' উঠিল সহসা
মাঝিরা ব্যাকুল হ'য়ে
গেছে ডুবে গেছে ছিদ্র তরণী
বন্ধুরে মোর লয়ে।
সেই ছবি আমি চক্ষে দেখেছি
মরিতে পারি নি সাথে,
বহু বরষের দোসরে সঁপেছি
তরঙ্গ-সঙ্ঘাতে।
বিশ্বাস কর তোমরা সবাই
নিজেরে দিয়েছি ফাঁকি,
বাঁচিবার লোভ ছিল তলে তলে
মনকে ঠেরেছি আঁখি।
ছিল মনে মনে তীর্থের লোভ
ছিল সে লোভের ছল,—
লোভ—দেশে লয়ে যাইব বোধির
ঝরা পাতা ঝরা ফল,

পাব প্রশংসা ইহলোকে আর
পুণ্য সে পরলোকে,—
এই সব ছিল মনের গোপনে ;—
পড়েনি মনের চোখে।
বাঁচাতে হয় তো পারিতাম,…বেশী
চেষ্টা করিনি তবু ;
বাঁচাতে পারিনি,…এ শোচনা মোর
জীবনে যাবে না কভু।

* * *

নীল পানি ছাড়ি নৌকা ক্রমশ
পৌঁছিল কালাপানি,
কাল ব্যাধি দেখা দিল নৌকায়,
পীড়িতেরে জলে টানি'
চাহিল সকলে ফেলে দিতে, রোগ-
সংক্রমণের ভয়ে ;
ব্যাধিতের সাথী রুষিল তা শুনি'
কিছুতে সে রাজী নহে।
বেশী বকাবকি করিতে, শুনিনু
কহে সে দৃঢ়স্বরে
"যতখন দেহে প্রাণ আছে ওর
রাখিব নৌকা পরে,

ও আমার বহুদিনের ভৃত্য
বন্ধু বলিলে হয় ;
জ্যান্ত থাকিতে জলে ফেলে দিব ?
আমি তো শ্রমণ নয়।"
আমারে লক্ষ্য করি' সে কহিল ;
ধিক্‌কৃত আমি, হায়।
চক্ষু খুলিল, বন্ধুঘাতীর
গোপন স্বরূপ ভায়।
ভৃত্যের লাগি' এ যাহা করিছে
আমি দোসরের তরে
করি নাই তাহা, ধিক্কৃত আমি
গ্লানিতে হৃদয় ভরে।
লয়ে প্রব্রজ্যা পশিনু যখন
শ্রীমহা-সঙ্ঘারামে,
তারে পেয়েছিনু দোসর আমার
কামী নির্ব্বাণ-কামে।
অকূল সাগরে ভেলার ভাগটি
সে মোরে দিয়েছে ছেড়ে,
আমি মহাপাপী, শোচনার শেল
কলিজা ফেলিছে কেড়ে।
এই আমি, হায়, সঙ্ঘে থাকিতে
পথের পথিক এনে

রোগের চর্য্যা করিয়াছি সেবা
মরণ তুচ্ছ মেনে,
ঝড়ের সময় বাহির হতাম
না মানি বাজের হানা,
যতনে বাঁচাতে ঝড়ে নীড়-হারা
অপটু পাখীর ছানা।
করুণা-ধর্ম্ম-অবতারে স্মরি
ঝড়ে-ভাঙা ডাল যত
আনিতাম বহি' পরম যতনে
আহত জীবের মত ;—
রাখিয়া দিতাম সলিল-কুণ্ডে
সরসি' পুষ্প-পাতা
সাধ্য-মতন করিয়াছি আমি
মোচন তাদেরও ব্যথা।
শেষে আমা হ'তে হ'ল এই কাজ !
হায় রে দারুণ হিয়া !
শোচনায় নিজ শ্মশ্রু চিবালি
অশ্রু আপন পিয়া।

* * *

তবু চিরদিন হেন উদাসীন
ছিল না আমার মন,

তুলির লিখন

দোসর তখন প্রাণের দোসর
ভাই হ'তে সে আপন।
বন্ধুরে আমি বন্ধু জানি নি
জেনেছি মনের মিতা,
সখ্য ধনের যক্ষ ছিলাম
আজ বুঝাইব কি তা' ?
ছিল প্রেমিকের আগ্রহ তায়
প্রেমিকের অভিমান ;
তফাৎ ছিল না প্রেমে ও সখ্যে,
সখ্য আমার প্রাণ।
তবু ভাল নয় বন্ধু-ভাগ্য,
যাদের টেনেছি বুকে
সাপের মতন দংশন করি'
গেছে অম্লান মুখে।
বণিকের কুলে জন্ম আমার,
আমার ভাগ্যোদয়ে
দূরে সরে গেল কপট বন্ধু
ঈর্ষ্যার জ্বালা লয়ে।
মিথ্যা আচার কেহ বা করিল,
ফাঁকি দিতে গেল কেহ,
মনে হ'ল শর-শয্যার মত
জীবন,—মর্ত্ত্য-গেহ।

* * *

ভালবাসিলাম,—অন্তর-সুধা
উজাড় করিয়া দিয়া,
মনে হ'ল মন তাজা হল তার
নয়ন-কিরণ পিয়া।
একটি চাহনি লাখ টাকা গণি,
একটু গোপন হাসি
মণি-বণিকের শ্রেষ্ঠ মাণিক
হতে সে অধিক বাসি।
পূজার অর্ঘ্য সঁপি' তারে হই
বেশী খুসী তার চেয়ে ;
নিজের বাহিরে অতুল তৃপ্তি,—
অমৃতে উঠিনু নেয়ে।

* * *

হ্বাংহো নদীর সেতুর নিম্নে
হ'ল সঙ্কেত-ঠাঁই,
মিলনের বেলা বয়ে যায়, তবু
প্রেয়সীর দেখা নাই !
নদীতে জোয়ার এল অলক্ষ্যে
ফুলিয়া উঠিল জল,
তবু দাঁড়াইয়া তাহার আশায়
রয়েছি অচঞ্চল।

ডুবে গেল জানু, ডুবিল কোমর
বিশ্বাস মনে তবু,—
আসিবে ! আসিবে ! ভাল যে বেসেছে
মিছা সে বলে না কভু।
সহসা অদূরে নৌকার 'পরে
দেখিনু সেই সে নারী,
নূতন বন্ধু-সঙ্গে চলেছে
মশ্‌গুল্ তারা ভারি !
আমারে দেখিতে পেল না, কিন্তু
আমি দেখিলাম সব,
আহত হৃদয় নিমেষে হেরিল
ছলনার তাণ্ডব।
উদার প্রণয় সব ক্রুটি সয়
সহে না মিথ্যাচার,
প্রেমে যদি লাগে ছলের বাতাস
তখনি মৃত্যু তার।
বাহির হইনু সংসার ত্যজি'
পরি বিরাগের বেশ,
নষ্ট বন্ধু, ভ্রষ্ট প্রণয়,
অন্তর-ভরা ক্লেশ।
সন্ধে পশিনু পাশরিতে যত
জীবনের ভুলচুক ;

মন তবু, হায়, অনুরাগে রাঙা ;—
ভাবিনু জীবের দুখ—
করিব মোচন সাধ্য-যতন
রহি' সঙ্ঘের মাঝে,
লভিব তৃপ্তি অনঘ-দীপ্তি
আতুর সেবার কাজে।
ছড়ায়ে দিলাম অনেকের মাঝে
প্রাণের মমতা স্নেহ,
কেন্দ্র-বিহীন প্রেমের চক্র
নয় আরামের গেহ।
ব্যক্তি-বিহীন প্রেমের চর্চ্চা
নয় গো সহজ নয়
অনেকের দাবী পূরাতে ফুরায়
হৃদয়ের সঞ্চয়।
আমার হৃদয়-পাত্রটি ছোট
অল্প তাহাতে জল,
একের তৃষ্ণা হয় তো মিটিত
বহুতে সে নিষ্ফল।
ব্যথার চর্য্যা করিতে করিতে
ব্যথিতেরে গেনু ভুলি'
মনে মনে মন শুকাল কখন,—
হ'য়ে গেল যেন ধূলি !

মূক হ'য়ে গেনু মৌন-সেবায়
জীবনের মাঝখানে,
কোনো সুখ দুখ উৎসুক যেন
করে না তেমন প্রাণে।
সব উচ্ছ্বাস-প্রকাশ নিরোধি'
বেঁচে আছি উদাসীন
যারে স্নেহ করি প্রকাশ-অভাবে
সেও ভাবে স্নেহহীন।
কে যেন কুহকী করেছে উদাস
উদাসীন মন্তরে
বাহিরে ভস্ম ভূষণ আমার
অনুরাগ অন্তরে।
প্রকাশিতে নারি প্রাণের আকুতি
জীবনে আমার ধিক্,
মুনি হ'তে গিয়ে বিমূঢ় হয়েছি
এমনি হওয়া কি ঠিক?
শ্রমণের রীতি মনটিকে করা
সুখে দুখে অবিচল,—
কুশল প্রশ্নে নাই অধিকার,—
সে বিধির এই ফল।
তার ফল এই আমার মতন
কূর্ম্ম-কঠিন মন,

তার ফল এই অতি নিদারুণ
বন্ধু বিসর্জ্জন।

*　　*　　*

কূলে পৌঁছেছি, ভারতে এসেছি,
এসেছি তীর্থে মম,
পূজা-উপচার বহিয়া এনেছি
ভারবাহী বৃষ সম।
তীর্থে এলাম, তবু এ মনের
গেল না মনস্তাপ,
মার্জ্জনাহীন দারুণ কঠিন
এ দুর্জ্জনের পাপ।
চক্ষে দেখিনু পুণ্য বৃক্ষ
গেলনা মনের ব্যথা,
কী হবে আমার ত্রি-চীবর বাস
বন-খেজুরের ছাতা ?
সান্ত্বনা শুধু—খালাস হয়েছি
ন্যস্ত ভারের দায়।
উপাসক যত পাঠায়েছে পূজা
পৌঁছিয়া দিছি তায়।
রত্ন-খচিত ভিক্ষা-পাত্র
চীন-ভূপতির দান ;

‘চে-শা’—চাঁদমালা—চন্দন-রেণু
পাঠায়েছে লুন্-সান্।
শোভন চো-চীন—চীনা লণ্ঠন,
দু-মুখো মোমের বাতি,
মহাথেবদেব কটিপট্ট এ
পাঠায়েছে চীনা তাঁতি।
তুঁত-পাথরের কৌটা, কলস,
ভিক্ষু-হাড়ের বাঁশী,
কারু-কাজকরা দারুময় পাথা
আনিয়াছি রাশি রাশি।
উপাসকদের ভক্তির দান
এনেছি মাথায় করি’,—
কোথা তম্লুক্ কোথা বোধ্-গয়া
সকল কষ্ট বরি’।
তবুও হয়নি প্রায়শ্চিত্ত,
পাপে বিমলিন আমি,
ওগো প্রভু! মহাসঙ্ঘরাজন্!
সঙ্ঘ-বোধি-স্বামী!
বন্ধুঘাতী এ বিদেশী পাতকী,
পাতকে বিদ্ধ হিয়া,
উপসম্পদা কেমনে লইবে
বোধিতরুমূলে গিয়া?

পরিব্রাজক

পাপে বিমলিন মৈত্রীবিহীন
মলিন দুঃখে শোকে,
ধাতু-গর্ভ এ স্তূপ পবিত্র
দেখিতে পাব কি চোখে ?
সুগতের পূত দন্ত-ধাতুর
সমুখে যাবনা আমি,
দগ্ধ হইব—পরাণে মরিব—
সঙ্ঘ-বোধি-স্বামী !

বাজশ্রবা

ব্যর্থ হ'ল, পণ্ড হ'ল সব,
হত পুত্র, বিনষ্ট গৌরব ;
ইহ পরকালে পরাভব।

কোন্ সূত্রে প্রবেশিল পাপ,—
নাহি জানি কার অভিশাপ,
মন প্রাণ দহে মনস্তাপ।

দুর্ভিক্ষে করিয়া অন্নদান
বেড়েছিল যে বংশের মান
আজি তার সব অবসান।

দক্ষিণান্ত হ'ল না যজ্ঞের,
হায়! কিবা প্রায়শ্চিত্ত এর ?
হৃদে জ্বলে আগুন ক্ষোভের।

কৃচ্ছ্র অতিকৃচ্ছ্র করি কত
আপনারে করেছি সংযত
তবু ব্যর্থ হয়ে গেল ব্রত।

হোতা, পোতা, উদ্গাতা, নেষ্টায়
রক্ষিবারে নারিল চেষ্টায়;
স্বেচ্ছা হানি,—শুধু গ্লানি, হায়।

অলক্ষিতে কোন্ যাতুধান
যজ্ঞে মোর করে দৃষ্টি দান?
ক্রব্যাদ করিল হবি পান।

চিত্ত দহে, শান্তি কোথা পাই?
শ্মশ্রু ভথি', অশ্রুজল খাই,
অ-নন্দ নরকে মোর ঠাঁই।

অশ্রুপুষ্ট মন্যু মোরে গ্রাসে,
সহস্রাক্ষ রুদ্র হয়ে আসে,
মজিনু মজিনু সর্ব্বনাশে।

বালক ! অপ্রাপ্ত-প্রজনন !
নচিকেতা ! বংশের নন্দন !
কেন তুই হইলি এমন ?

কেন রোষ জাগালি আমার—
বৃথা প্রশ্ন তুলি বারম্বার ?
যজ্ঞগৃহে বাচাল ব্যাভার !

যজ্ঞে মোর ছিল অথর্ব্বন্,—
সে তো কিছু বলেনি বচন ;
তোর একি কাণ্ড অশোভন ?

হায় ! হায় ! ঔরস সন্তান
তো' হ'তে হইনু হতমান ;
ব্যর্থ যজ্ঞ, কর্ম্ম, কাণ্ড, দান।

অভিমানী ! মরিলি আপনি
মোর কটু বাক্যে দুঃখ গণি ;
হৃদে শল্য অর্পিলি বাছনি !

মহাযাগ করি অনুষ্ঠান
ইচ্ছা ছিল লভিব সম্মান
রাজা সম পুণ্য-কীর্ত্তিমান।

ব্রাহ্মণের যশোভাগ্য ক্ষীণ
বাক্যে তোর শূন্যে হল লীন,
লোকমাঝে হইনু রে হীন।

"বুড়া গরু দিয়ে দক্ষিণায়
পুণ্য কেনা যায় না সস্তায়!"
স্মরি এবে মরি যে লজ্জায়।

রাজোচিত নহে মোর মন
নাই নাই দাক্ষিণ্য তেমন,
আমি বিপ্র কৃপণ-কোপণ।

মজিনু চণ্ডাল নিজ কোপে,—
নির্ঋতির অঙ্কে তোরে স'পে,
হাহাকারে মরি বংশলোপে।

ভুলির লিখন

মন তোর কোন্ দূরে ধায়,
ফিরে আয়, ওরে ফিরে আয়,
পুষ্পকান্তি ঢাকে কালিমায়।

ওগো বহ্নি! শমী-সমুত্থিত!
বিদ্যুদগ্নি-সঙ্গে-সম্মিলিত!
হব্যে মোর হওনি কি প্রীত?

সন্তানের প্রাণদান চাই
ওগো যম! নিয়মের ভাই!
আশায় দিয়ো না মোর ছাই।

রোষ-বশে বলেছি যে কথা
তুমি জান কী তার সত্যতা,
ভাবগ্রাহী হে মোর দেবতা!

মোর বাক্যে পুত্রে নিলে যম!
সত্যবাক্ নহি আমি, ক্ষম,
মিথ্যাচারী আমি যে অধম।

বুড়া গরু দিয়ে দক্ষিণাতে
সপ্ত হোতা চেয়েছি ঠকাতে ;
বজ্রধর বজ্র হান' মাথে।

হে ইন্দ্র ! সম্রাট দেবতার !
সোমসিক্ত শ্মশ্রুতে তোমার
ব্রাহ্মণের ঝরে অশ্রুধার।

ওগো রুদ্র ! সন্ধ্যা-অভ্র-রুচি !
শোকে দহি চিত্ত নহে শুচি,
শেষ গ্লানি লও মম মুছি'।

উন্নাসা ! ওগো যমদূত !
হে লুব্ধক ! কুক্কুর অদ্ভুত !
ফিরে এনে দাও মোর সুত।

পুত্র মম নয়ন-নন্দন,
পুত্রে মোর পুণ্যের লক্ষণ ;
সে আমার নরক-মোচন।

সে নিষ্পাপ, নাহি গ্লানি লেশ,
সত্যপথ করেছে নির্দ্দেশ ;
কেন যম ধর তার কেশ ?

ওগো বসু ! ওগো মরুদ্গণ
সবে মিলি' ক'র' না পীড়ন,
হব্যদাতা আমি গো ব্রাহ্মণ।

সোমলতা বহিতে যে লাগে—
বৃদ্ধ সেই বার্দ্ধীনস ছাগে—
যে করিয়া বধে সোমযাগে—

তেমনি কি বধিবে আমায়
শ্বাস রুধি' মুষ্ট্যাঘাতে ? হায় !
সবে মিলি' শত যন্ত্রণায় ?

নষ্ট পুণ্য, পুত্রশোকে ঝুরি,
অগৌরব বক্ষে হানে ছুরি,
অনুতাপে খায় মোরে কুরি'।

ওগো সোম! অমর্ত্ত্য আসব!
ব্যসনে যে ডুবিল উৎসব;
ব্যর্থ হ'ল পণ্ড হ'ল সব।

উষ্মপা! আজ্যপা! পিতৃগণ!
উষ্ণ অশ্রুসলিলে তর্পণ
করি আজ দুঃখাকুল মন।

পুত্র মোর কোন্ পাপে হায়
পিতা-আগে পিতৃ-লোক পায়?
ফিরে তারে দাও করুণায়।

ব্রত ধরি' করি' উপবাস
মিটায়েছি গণ্ডূষে তিয়াষ।
অনশনে অশন বাতাস।

একাহারে গেছে কতদিন,
কতদিন অন্নজলহীন,
তবু পাপ হয়নি কি ক্ষীণ?

উদ্‌ভ্রান্ত করিছে মোরে শোকে,—
শূদ্র সম কাঁদি,—দেখে লোকে,
শ্রাবণের ধারা দুই চোখে।

নরকে অ-নন্দলোকে যাই,
পুণ্য নাই—পুত্র মোর নাই,
নাই কীর্ত্তি—টুটেছে বড়াই।

যজ্ঞে দিয়ে অশ্রদ্ধার দান
এ কি শাস্তি হ'ল গো বিধান—
এক পাপে তাপ অফুরান্!

রাজ-বন্দিনী

বহিন্! তুমি কাঁদিতে পার, তোমারে আমি করি না মানা,
আমার হিয়া শুষ্ক আজি, আমার আঁখি কান্না-কানা।
সিন্ধুপতি দাহির রাজা, তাঁহার মেয়ে আমরা দোঁহে,
সে কথা তুমি ভুলিছ, হায়, তুচ্ছ তব প্রাণের মোহে?
কী প্রাণ লয়ে রয়েছ বেঁচে সে কথা কেন যেতেছ ভুলে,
বন্দীকৃত, দেশচ্যুত, ভরসা আশা নাহিক মূলে।
পড়ে কি মনে সিন্ধু দেশ? পড়ে কি মনে পিতার গেহ?
পড়ে কি মনে দেশের স্মৃতি, ভায়ের প্রীতি, মায়ের স্নেহ?
পড়ে কি মনে যোদ্ধ্‌বেশে ভায়ের নারী রাজবধূরে?
নির্ব্বাসিতা! এখনো তোর প্রাণের মায়া শত্রুপুরে?
বহিন্! মোরা দুর্ভাগিনী, নহিলে কেন এমন হবে?
যুদ্ধকালে পিতার হাতী অহেতু কেন পালাবে তবে?
রাজার হাতী পালায় দেখি পালাল সেনা আতঙ্কেতে,
গণ্ডগোলে পণ্ড সবি; ক্ষেত মেরে কে লড়াই জেতে?
আহত রাজা ফিরান্ হাতী, কি হবে তাহে? ভাগ্য বাম;
অহেতু আহা অগৌরবে ডুবিয়া গেল হিন্দু নাম।
ভাঙিয়া গেল দেউল-ধ্বজা, মরিল লোক অসংখ্য,
ডুবিয়া গেল রাজ্য রাজা, রহিল শুধু কলঙ্ক।

আমরা নারী অস্ত্র ধরি রুখিনু অরি দিন দু'দিন,
বহিন্! তাহা মনে কি পড়ে? দুর্গ মাঝে খাদ্যহীন
তবুও মোরা খুলিনি দ্বার সিন্ধু-মরু-সিংহিনী,
আজিকে তোর মরিতে ভয়? হায় গো লাজ, বন্দিনী!

* * *

মনে কি পড়ে কাসিম শেষে বিপুল-ধুরো দুরন্দাজে
দুর্গ ভেঙে বন্দি করি লইল সবে শিবির মাঝে?
মরিতে মোরা চাহিয়াছিনু ধরম-ভয়ে অবলা নারী,
ভাগ্যে আছে অন্যবিধ, মোরা কি হায় মরিতে পারি?
বিদেশ দেখা ভাগ্যে ছিল তাইতে বুঝি কাসিম আলি
পাঠাল প্রভুভক্ত জীব প্রভুর পাশে ভেটের ডালি।
মোদের বীরপনায় খুসী ছিল সে মনে বীর্য্যবান্
হুকুম দিল তাই সে কড়া "হয় না যেন অসম্মান।
এদের দোঁহে পৌঁছে দেবে দামাস্কাসের রংমহলে
রাজার মেয়ে ইহারা রাজভোগ্যা শুধু ভূমণ্ডলে।
রহিব আমি হিন্দুভূমে, রহিব হেথা পড়িয়া কারে,
করিতে হবে সায়েস্তা যে নূতন এই মহলটারে।"
উঠিল ডেরা চলিনু মোরা ভারত ত্যজি জন্মশোধ,
সময় হাতে পাইনু বলি দুখের মাঝে হর্ষবোধ।
উটের পিঠে উঠিনু হায়, তিতিয়া দোঁহে অশ্রুজলে
প্রতিশোধের গুপ্ত ছুরি রহিল ঢাকা আঙিয়া-তলে।

* * *

হুজুরে যবে হাজির হনু কালিফ ছাঁটা-মোচ মুচড়ি
কাশিল কিবা ভাবিল, হেসে লইল খুলে হাতের কড়ি,
বুঝায়ে দিল ইঙ্গিতে সে, 'খাসমহলে মোদের ডেরা',
অপমানের আসন কিবা রয়েছে পাতা আরাম-ঘেরা।
শিহরি যেন উঠিল তনু, বুকের ধারা গেল সে থামি,
অশুচি যেন নিশাসে তার অধীর হয়ে উঠিনু আমি।
মিথ্যা বলা শিখিনি কভু, কে যেন মোরে বলাল তবু
সভ্য-খোলা দু'হাত জুড়ি' কহিনু তবে "খামিন্! প্রভু!
আমরা নহি যোগ্য তব ;—কি বলে করি আর্জ্জি পেশ ;
প্রভুর ভোগে লাগে কি কভু ভৃত্যজন-ভুক্তশেষ ?
আমরা নারী, সরমে মোরা সকল কথা বলিতে নারি,—
দুঃসাহসী কাসিম মিঞা, সাহস তার বেড়েছে ভারি,
সিন্ধু-জয়ে গর্ব্বিত সে, আগে সে ভরে নিজের পেট,
অধিক আর বলিব কিবা ? বলিতে মাথা হয় যে হেঁট।
সিন্ধু-জয়ে গর্ব্বিত সে, একে সে যুবা, প্রবল তায়,
রূপের আগে লোলুপ হিয়া প্রভুর দাবী ভুলিয়া যায়।"
কামড়ি' দাড়ি' দন্তে ক্ষোভে কালিফ কহে গর্জ্জি তবে
"চাকর দাগাবাজ হয়েছে, উচিত সাজা ইহার হবে।"
উজীর! আনো হুকুমনামা, পাঠাও চিঠি সিন্ধু দেশে—
কাসিমটারে দিক পাঠায়ে আমার পায়ে বন্দী-বেশে।
কিম্বা…হা! হা!…তাহার চেয়ে সিঞায়ে কাঁচা গোচর্ম্মেতে
দিক্ পাঠায়ে গোচরে মম ধিক্-জীবিতে প্রাণ না যেতে ;

পীর সে কাঁচা-সিন্নি-লোভী—কাঁচার ক্ষুধা তাহার আজি ;
শুকায়ে কাঁচা ধরিলে এঁটে কাঁচার মজা বুঝিবে পাজী।”
স্তব্ধ হয়ে রহিল সবে প্রতিবাদের সাহস নাহি,
বিকৃত করে বিকট মুখ মোদের পানে বক্র চাহি।
আমরা দোঁহে মহোল্লাসে জয়ের আশে পরস্পরে
নীরবে হেরি উজল চোখে, বহিনু তাহা মনে কি পড়ে ?

* * *

অবলা করি গড়িল বিধি, তাই নারীরে দিল সে ছল,
বল নাহিক বাহুতে যার তাহার চির ছলনা বল।
কহিনু কি যে করিনু কি যে ভাবিয়া ঠিক করিনি আগে,
বাঁচিয়া গেনু লালচ্-আঁচে এই কথাটি চিত্তে জাগে।
ভাতিবে কোথা ইচ্ছা মম স্বয়ম্বরে মাল্যরূপে,
তাহা না হয়ে রাজার মেয়ে ডুবিব কার কামের কূপে ?
বাঁচিয়া গেনু, বাঁচিয়া গেনু ; কে কোথা মরে ভাবিতে নারি,
সত্যে আমি প্রণাম করি, মিথ্যা মম লজ্জাহারী।
মিথ্যা হ’ল মুক্তিদাতা, মিথ্যা হ’ল ভয়ত্রাতা,
সত্য আছে হাত গুটায়ে, আছে কি নাই জানিও না তা।
সত্য কিবা ? মিথ্যা কিবা ? দেবতা কই ? ধর্ম্ম কোথা ?
ধাতুশিলার মূর্ত্তি যত,—ওরা কি মোর স্তুতির শ্রোতা ?
গাধার পিঠে কাসিম যবে ম্লেচ্ছ দেশে পাঠাল সবে,—
চারিটা করে’ আছে তো হাত, রুখিতে কেন নারিল তবে।

দেউলে ধ্বজা পড়িল টুটে, যবন ছুঁল বিগ্রহে রে,—
দেউলে যদি দেবতা থাকে এ অনাচার কেমনে হেরে ?
হাতীর ভুলে ডুবিল জাতি, অর্থ এর কোথায় মেলে ;
বহিন্ ! তুমি কাঁদিতে পার, আমি তো বাঁচি মরিতে পেলে।

* * *

সত্য গেছে অতলে ডুবে, মিথ্যা সে যে হয়েছে জয়ী,
দেশের রাহু কাসিম মৃত, আজ মরিতে কাতর নহি।
খবর দিল কালিফ নিজে ; উঠিনু হেসে ; হাসিব নাক' ?
কহিনু "মিঞা ! মূর্খ তুমি, নারীর আগে কী বল রাখ ?
নিরপরাধী কাসিম আলি, ছোঁয়নি মম কেশেরও কণা,
তারে নিহত করিলে তুমি ? বুঝিতে নার প্রবঞ্চনা ?
কেমন ক'রে রাজ্য রাখ ? রাজন্ ! তুমি মূর্খ অতি ;
কাটিলে নিজ ডাহিন বাহু ; বিধাতা বাম তোমারও প্রতি।"
ক্ষেপিয়া গেল কালিফ যেন কঠোর মোর টিট্‌কারিতে,
তৎক্ষণাৎই হুকুম দিল হাতে ও গলে শিকল দিতে।
ঘোড়ার ল্যাজে বাঁধিয়া দোঁহে সেই ঘোড়া সে ছুট্ করাবে,
চূর্ণ হবে অস্থি যত পথের ধূলে পরাণ যাবে।
এই তো সাজা ! রাজার মেয়ে ! পথে জীবন যাবে টুটে ;
মোদের লোহে মরুভূমের ধূলে গোলাপ উঠ্‌বে ফুটে।
আমার তাহে দুঃখ নাহি, বরং খুসী আমার মন,
অনিচ্ছারি সোহাগ চেয়ে শ্রেয় মরণ-আলিঙ্গন।

তুলির লিখন

বহিন্! তুমি নেহাৎ ভীরু, মোছ তোমার চোখের জল,
শত্রু শুধু হাস্‌ছে দেখে, এখন কেঁদে কি আর ফল?
কার করুণা চাও জাগাতে শত্রু-পুরে নিঃসহায়,—
বাইরে তব দুর্ব্বলতা প্রকাশ করে' কি ফল হায়!
মরিয়া গেছে পিতার অরি মোদেরি কূট কৌশলে;
জয়ের মালা মাথায় পরে' চল মরণ পায় দ'লে।
বহিন্! তুমি হৃদয় বাঁধ হিন্দু-রাজনন্দিনী,
মরণ জিনে মরিব মোরা সিন্ধু-মরু-সিংহিনী॥

যশ্ মন্ত্

আমায় এরা পাগল বলে, কয় গো দেওয়ানা !
শাহান্ শাহা ! আস্‌তে ব'লে আজ কেন মানা ?
গরীব আমি ছিলাম খুসী গরীব-আনাতে,
তোমার কাছে নিজের কথা যাইনি জানাতে।
অড়র কাঠের কয়লা দিয়ে পথের দু'পাশে
প্রাচীর-গায়ে পট আঁকিতাম, ছিলাম উল্লাসে।
হাওদা হ'তে দেখ্‌তে পেয়ে থামালে হাতী
মেহেরবানী বহুৎ তোমার মোগলের নাতি।
নক্সা দেখে আপনি তুমি তুষলে বখ্‌শিশে,
দেওয়ান-খাসে ঠাঁই দিলে হে গুণীর মজলিসে।
তুলির খেলা দেখে 'সাবাস্' ওস্তাদে বলে
আদ্‌রা দেখে আদর ক'রে ঠাঁই দিলে দলে।
এঁকে দিলাম তোমার ছবি দরবারে এসে
নও রতনের সভার মাঝে দরবারী বেশে।
আমায় তুমি সঙ্গে ক'রে দরবারে দাও বার,
নক্সা দেখে নক্সা আঁকি বেগম-সাহেবার।
হঠাৎ কে কি চুক্‌লি খেলে আমার আড়ালে,
চুক্ ছিল না হায় গো তবু শিক্‌লি পরালে !

আয়ী গো ! তোর পায় পড়ি গো, শিকলি দে খুলে
আঁকব না তোর বরের দাড়ি আমি আর মূলে।

* * *

পর্দ্দা-নিশিন্ বাদ্‌শাজাদী রংমহলে বাস,
তাতার নারী দ্বায় পাহারা হাব্‌সী ক্রীতদাস।
নক্সা নিজের আঁকিয়ে নিতে হ'য়েছে তার সাধ,
ঠোঁট দুটি 'মিম্' আল্‌তা-লেখা, চোখ্ দুটি তার 'সাদ্'।
বাদশা বলেন যাও, 'যশোমন্ত্! বিশ্বাসী তুমি,'
খুসী হ'য়ে করি সেলাম স্পর্শিয়া ভূমি।
হুজুর বলেন "বাদশাজাদী থাক্‌বে ঝরোখায়,
নীল যমুনায় পড়বে ছায়া,—দেখ্‌বে শুধু তায়।
ছায়া দেখে আঁকবে ছবি বরণ-তুলিতে
পারবেনাক উপর পানে নয়ন তুলিতে।
খেয়াল রেখ, দেখ যেন হয় নাকো ভুলচুক।"
আমি ভাবি, না জানি তার কেমন মিঠে মুখ !

* * * *

জলের ভিতর পোস্তা-গাঁথা বুরুজ উঠেছে
শিল্পীজনের স্পর্শে শিলায় পুষ্প ফুটেছে।
নৌকা আমার লাগ্‌ল এসে প্রাসাদমূলেতে,
জলের কলভাষণ শুনি মনের ভুলেতে।
দোলা দিয়ে জল চ'লে যায় নায়ের দু'পাশে
কোন্ সে পরীর পরশ-মদে তরল রূপা সে !

আচম্বিতে পর্দ্দা সরে অন্ধ ঝরোখার,—
পারিজাতের পুষ্প ফুটে বক্ষে যমুনার !
আয়না ধরি' নৌকা পরে দেখ্‌ব কি তারে ?
জলের ছায়ায় তিয়াষ কারো মিট্‌তে কি পারে ?
আফসানিয়া কাগজ সে কই ?—সোনা-ছিটানো ?
নীচু মাথা ঝুঁকিয়ে পাগল ! কী তুলি টানো ?
ফিস্‌ফিসিয়ে কয় কে কানে—রূপ কি সুদুর্লভ !
উপর পানে দেখ্‌রে,—না হয় বল্‌বে বেয়াদব।
বিদ্যুতে দিল্‌ চম্‌কে গেছে—ফেলেছি চেয়ে !
লুকিয়ে গেল বাদ্‌শাজাদী আলোয় দিক্‌ ছেয়ে !
রুক্ষ স্বরে সেপাই হঠাৎ হাঁকে 'খবর্দ্দার !'
আফ্‌শোষে হায় হৃদয় শুকায় সংজ্ঞা নাই গো আর।
নীচু মাথা নীচু করেই এসেছি ফিরে।
তুলির লেখা লিখ্‌তে আমার বুকের রুধিরে।

*　　　*　　　*

পথে পথে বেড়াই ঘুরে দরবারে না যাই,
যেথায় খুসী 'বাদ্‌শাজাদী !' 'বাদ্‌শাজাদী !' গাই !
বাদ্‌শাজাদী কেবল আঁকি মনের খেয়ালে,
দুর্গ-ভিতে দিল্লী জুড়ে পথের দেয়ালে।
এই কসুরে বাদ্‌শা ! আমায় শিকল পরালে
বাজ পাখী হে ! করলে জখম্‌ খাম্‌খা মরালে।

তুলির লিখন

আস্‌মানে চাঁদ সবাই দেখে বারণ নাহি তায়
দেখ্‌লে চোখে চাঁদের মালিক শিকল না পরায়।
চাঁদের পানে চাইতে আছে বাদ্‌শাজাদী গো !
তোমার পানে চাইতে মানা, তাইতো কাঁদি গো।
তুমি চাঁদের চাইতে সুদূর সুধার পেয়ালা !
চাঁদ উজলে ভুনিয়া, তুমি দিল কর আলা !
তোমায় আমি আঁক্‌ব কোথায় মলিন মরতে,
আঁক্‌ব তোমায়, দেখ্‌ব আমার প্রাণের পরতে।
চুলের তুলি চোঁচের তুলি ছুঁইনে আঙুলে,
কাঠবিড়ালীর মোচের তুলি ধরিই নে মূলে।
হাতীর দাঁতে কাঁচকড়াতে আঁকব কিবা আর
দিল্লী জুড়ে দিলের খবর ব্যক্ত সে আমার।

* * *

চাঁদের কোণা ! দেখব তোমায়, পালিয়ে যেয়ো না,
মনে লাগে, অমন করে জান্‌লা দিয়ো না।
তুমি আমায় মনে মনে ভাবলে নীচু ? ছি !
কোমল মনে এমন দারুণ ভাবতে পার কি ?
মানুষ বড় ! মানুষ ছোটো ! এম্‌নি কি ছোটো ?
তোমরা না হয় পটের বিবি, আমরা সে পোটো।
পাখোয়াজে সাজ পরানো মোর বাপদাদাদের কাজ,
পয়জারে হাত লাগাই নে গো, মৃদঙ্গে দিই সাজ।

বিধি আমায় শিল্পী ক'রে দিলেন পাঠায়ে,
রূপের রঙের নেশায় কিসে উঠব কাটায়ে ?
ওই নেশাতেই আগুন বুকে ধরে জোনাকী,
বজ্রশিখায় তুচ্ছ মানে ফটীক-জল-পাখী।
মানুষ উঁচু, মানুষ নীচু,—শুন্‌তে না চাহি,
হায় রে সরম ! কোথায় ধরম ? কোথায় ইলাহি ?
মানুষ ছোটো, মানুষ বড় এও কখনো হয়,
এক বিধাতার হাতের গড়ন, ছাঁচ তো তফাৎ নয়।
দুঃখ দিতে তোমরা দড় তাই কি বড় ? ভাই !
আমরা ছোটো সেই দুখে যে পাগল হ'য়ে যাই।
বাদ্‌শা ! আমার গর্দ্দানা নাও ; যাতনা এড়ি ;
পাগল ব'লে মাফ্ ক'রে পায় পরিয়ো না বেড়ী।

*　　　*　　　*

কাল্‌পেঁচাতে হাঁকছে প্রহর, সান্ত্রীরা ঘুম যায়,
মাকোষা জাল বুন্‌ছে মোগল ! তোমার ঝরোখায়।
মনের কথা মনেই কাঁদে মনের বিজনে,
মানুষ উঁচু মানুষ নীচু মেকীর ওজনে !
চোখের দেখা দেখ্‌তে শুধু জড়িয়েছি জালে।
দেখার তৃষা মিটাব,—তা'ও নাইক কপালে।
গুলিয়ে গেল মগজ, মনে কখন যে কি ঝোঁক্
আপনি কাঁদি আপনি হাসি, পাগল বলে লোক !

আয়ী! আমায় ছেড়ে দেগো, করব না কিছু,
(শুধু) নীল যমুনার দেখ্‌ব গো জল, শির করে নীচু।
ডবল্‌ শিকল পরাস,—যদি উঁচু চোখে চাই,
নীল যমুনার জল দেখিতে বারণ তো কই নাই॥

দুর্ভাগা

চোখের জলে ডাকছি তোমায় ডাক্‌ছি জনম ভোর,
শতেক তাপে তপ্ত আমি জীর্ণ জীবন মোর ;
জগৎস্বামী ! করতে হবে আমায় করুণা,
স্বামী-সোহাগ-বঞ্চিতারে নিরাশ ক'র' না।
প্রাণের ডাকে ডাক্‌লে, শুনি, ঠেল্‌তে নার যে,
প্রাণের যোগে যুক্ত তুমি,—মৃণাল সরোজে ;
এস আমার পরাণ-পুটে আনন্দ অক্ষয় !
ঠাকুর আমার, দয়ার ঠাকুর ! প্রভু ! দয়াময় !
গোসাঁই গুরু চাইনে আমি পরের দালালি,
পরের দালালিতে কেবল কপালে কালি।
পরের পরামর্শেতে ধিক্, আপন করে পর,
দুই হৃদয়ের মধ্যে এসে করে স্বতন্তর।
চাইনে আমি, চাইনে ওগো, পরের সুযুক্তি, .
আর যারি হোক্ আমার ওতে হবে না মুক্তি।
ঠেকে শিখে এম্‌নি হ'য়ে গেছে আমার মন,
নিজের ডাকে ডাক্‌ব তোমায় ঠাকুর নিরঞ্জন !

* * *

পরের কাছে গোপন কথা জানিয়ে অকারণ,
পর হ'য়ে মোর গেছেন স্বামী ব্যর্থ এ জীবন।

তুলির লিখন

তোমার পায়ে জানাই প্রভু! দুখের কাহিনী
স্বামী ছিলেন খোস্-খেয়ালী, কুলোক নন্ তিনি।
পাঁজীর মতে লগ্ন ছিল, তবুও যে কেমন
আমার পরে তেমন ক'রে লাগ্‌ল না তাঁর মন।
মৌনে গেল মিলন-রাতি শুকিয়ে গেল মুখ,
সোহাগ-কৃপণতায় তাঁহার পেলাম মনে দুখ।
অল্প তখন বয়স আমার, প্রথম ব্যথা সে,—
জানিয়ে দিলাম যারে তারে কী এক হুতাশে।
একটুখানি টানের কমী,—একটুকু গরমিল,—
আপনি যেতে পারত সেরে হয় তো সে তিল তিল,—
ইহার উহার কথার খোঁচায় উঠ্‌ল বেড়ে ঘা,
আনাড়ীদের নাড়াচাড়ায় সারতে পেলে না;
চুল সম চিড়্ বাড়ল চাড়ে, অদৃষ্টে কষ্ট,
ফুঁয়ে ফুঁয়ে ধুঁইয়ে আগুন হল সে পষ্ট।
মন না পেয়ে মনের কথা, হায় গো সব আগে
জানাই নি মোর মন্-মানুষে দুঃখে ও রাগে;
জানিয়েছিলাম নীচ দাসীরে এম্‌নি কুবুদ্ধি,
জনম ভ'রে চলছে আমার সেই পাপের শুদ্ধি।

* * * *

দুটি মনের মনামুনি ঘটল না দেখে
মা বোন্ বলেন "কেমনে বশ যায় করা একে?"

জুটল এসে মন্ত্র-জানা সাধু সন্ন্যাসী—
যাগের নামে টাকা নিয়ে ভাগল কেউ কাশী,
কেউ পরালে মাদুলি আর কেউ করালে জপ,
ঈশান কোণে পুঁতলে সরা, ব্যর্থ হল সব।
ছিটা ফোঁটা মন্ত্র ঘটা উঠল যেই বেড়ে,
একেবারে তফাৎ স্বামী হ'লেন ঘর ছেড়ে;
মনের কোণে যে খুঁৎ ছিল, সারত সে হয় তো,
পরস্পরের ঘনিষ্ঠতায়,—বিচিত্র নয় তো,—
মনের ডাকে ডাকলে পরে মন হ'ত তার বশ,
ভাবের ঘরে অভাব; শুধু বাড়ল অ-স্বরস।

*   *   *   *

তুচ্ছ ধনের থাকলে দাবী, নালিস চলে তার,
মনের দাবীর নাইক নালিস মিথ্যা হাহাকার;
কোন্ হাকিমে মনের পরে করতে পারে জোর
খোর-পোষের এ নয় গো দাবী স্নেহের ক্ষুধা মোর।
কোন্ আদালত ডিক্রি জারি করবে গো চিত্তে,
কোন্ হাটে সে ধন পাওয়া যায় হায় গো কি বিত্তে।
মনের মালিক তফাৎ থাকে ছায় না সে ধরা,
কইলে কথা জবাব দিতে করেই না ত্বরা।
চোখে চোখে মিলন হ'লে অন্য দিকে চায়,
জান্‌লা দিয়ে উদাস আঁখি কোথায় উড়ে যায়;

স্বামীর সোহাগ এই জীবনে পাইনিক, স্বামী!
শুভ কাজে ডাক পড়ে না, দুর্ভাগা আমি।

* * *

দিনের পরে দিন চলে যায় মাসের পরে মাস,
হুতাশে মন শুকিয়ে উঠে নাই কোনো আশ্বাস।
হঠাৎ এল দাসীর মাসী পরম গুণী সে,
ওষুধ-বিষুধ অনেক জানে ; এম্‌নি শুনি যে,—
দাসীর মাসীর দেখন্‌-হাসির জামাই বেয়াড়া
তার ওষুধে একেবারে হয়েছে ভেড়া!
শুনে যেন দোক্তা-পাতার লাগ্‌ল তলব জোর
আড়ালে তায় শুধাই ডেকে "কেমন ওষুধ তোর?—
খাওয়াতে হয়?" "তা হয় বাছা!" বল্‌লে আমায় সে ;
আমার তখন বুদ্ধি কাঁচা বল্লাম "এনে দে!—
ভয় কিছু নেই?" "রামঃ, হাতে পড়বে যে দড়ি
তেমন ওষুধ আমরা রাখি?—পরব হাতকড়ি?"
নিলাম ওষুধ, পানের সাথে দিলাম স্বামীরে,
পাপীর পাপী পঞ্চ-পাপীর অধম আমি রে।
ওষুধ আপন কাজ করিল, দিনে দিনে হায়।
অমন মানুষ চোখের উপর কেমন হয়ে যায়!
মগজ গেল নষ্ট হয়ে, বুদ্ধি হ'ল ক্ষীণ,
রইল হ'য়ে জব-স্থবির, অধীন, গতিহীন।

পেলাম তারে হাতের মুঠায়, পেলাম না পূরা,
'গুণ' করিতে করম-দোষে সব হ'ল গুঁড়া।
পেলাম তারে নিজের কোটে, পেলাম না তার মন,
মনের মজা ফুরিয়ে গেছে, জড় এবে সেইজন।
জড়কে নেড়ে কি সুখ ? বল! পুতুল-খেলা, হায়!
ছেলেবেলার সুখ সে, এখন সুখ মেলে না তায়।
ভ্রষ্ট সাধক! করলি কি তুই ? মূর্খ তুই খাঁটি,
কাদার ছাঁচে মনের ঠাকুর করলি যে মাটি।
মাটির ডেলা পূজা করে ভরল না হায় মন,
মন দিয়ে মন পেয়ে যে সুখ, সে সুখ অদর্শন।

* * *

নিত্য-প্রায়শ্চিত্তে কত দিনের পরে দিন
কেটেছে মোর পঙ্গু স্বামীর সেবায় শ্রান্তিহীন;
আমার পাপে পঙ্গু স্বামী হায় গো বিধাতা!
তোমার পায়ে ঠাঁই পেয়েছেন, আমি অনাথা।
এক্‌লা জীবন, স্মৃতির বোঝা বইতে না পারি'
তোমায় ডাকি আকুল মনে, হে দুঃখহারী।
মানস-রূপে এস মনে মনের পরমেশ!
পাপে তাপে জীর্ণ হৃদয়, দুখের কর শেষ।
গুরু গোসাঁই চাইনে আমার, নেবনা মন্তর,
নিজের ডাকে ডাকবে তোমায় তৃষিত অন্তর;

শিশু যেমন সহজ সুখে আপনি দুধ টানে,
দুধ টানিবার মন্ত্র কেহ না দ্যায় তার কানে,
তেম্‌নি আমার প্রাণের টানে টান্‌বে তোমারে
আপ্‌নি পূরা হবে হৃদয় অমৃত-ধারে।
নানান্ মতে এই জগতে হয়েছি নিষ্ফল,
এস প্রাণে প্রাণের আরাম! মুছাও আঁখিজল।
তোমার আমার মাঝখানে আর বসাব কারে?
আড়াল ক'রে থাক্‌বে সে যে ঢাক্‌বে আঁধারে;
কথার ধোঁয়া, মতের ধূলা উড়াবে খালি,
চাইনে ঠাকুর! চাইনে আমি পরের দালালি।
তুমি গুরু, তুমি গোসাঁই তুমি সে ইষ্ট,
ইহ পরকালের স্বামী ভক্তি-আকৃষ্ট!
তুমি পরম প্রায়শ্চিত্ত মলিন এ চিত্তে,
কর পরম প্রেমের ভাগী আনন্দ-তীর্থে।
অন্ধ-করা অন্ধকারে দীপ্ত তুমি দীপ,
অশ্রুঘন জীবনে মোর শ্রাবণ-শোভা নীপ।
বন্ধ ঘরে বন্ধু! কথা কইছ ইশারায়!
মানস-লোকে মনের মানুষ! প্রণাম করি পায়॥

বিদ্যার্থী

আমারে পড়ুয়া করি' লও তব
বিদ্যারণ্য মুনি!
পণ্ডিত-বটু বটি হে ঠাকুর,—
হ'তে পারি নাই গুণী।
বয়স আমার বত্রিশ পার,
তোমারে সুধাই তাই—
এ বয়সে আর বিদ্যা পাবার
কোনো ভরসা কি নাই?
যেখানে গিয়েছি ফিরায়ে দিয়েছে,
ফিরেছি নানান্ দেশে,
ভেসে ভেসে আজ তোমারি চরণে
আসিয়া ঠেকেছি শেষে।
ভোজ খেয়ে আর দাবা পাশা খেলে
বয়স গিয়েছে কেটে,
বংশ-গরিমা রাখিতে নারিনু
জল আসে চোখ্ ফেটে।
এ-সকল কথা আগে ভাবি নাই;
দিন গেছে টো টো ক'রে,—

দোকানে দোকানে মজ্‌লিস্ রেখে,—
ফল পেড়ে পাখী ধরে।
আমাদের টোলে মানুষ হয়েছে
দেশ-বিদেশের ছেলে,
আমারি কেবল গ্রাহ্য ছিল না,
দিন গেছে অবহেলে।
সহসা ঘটিল পরিবর্ত্তন
ঠাকুরের হ'ল কাল,
মা গেলেন সহমরণে চলিয়া ;
বুঝিনু নিজের হাল।
পড়ুয়ারা চলে গেল একে একে,
জনহীন চৌপাড়ি,
পল্লী নীরব হ'য়ে গেল যেন
ভয়েতে ভরিল বাড়ী।
পণ জুটিল না, বিবাহ হ'ল না
হাত পোড়াইয়া রাঁধি।
কাঠ কাটি, জল তুলি, ভাঙা বেড়া
গিরা দিয়া নিজে বাঁধি।
তবুও সময় না চায় কাটিতে,
চিৎপাত হ'য়ে পড়ি,
মশা মারি, মাছি তাড়াই, ঘরের
গণি গো বর্গা-কড়ি।

ঢুকিলে কুকুর করি দূর দূর,

গরু এলে দিই তাড়া,

কোনো কাজ আর ছিল না আমার

একেবারে ইহা ছাড়া।

বলিতে ভুলেছি,—কোনো কোনো দিন

সিন্দুক পেটি খুলি

দেখিতাম বসে পুরাণো কালের

গৃহ-তৈজসগুলি।

দেখিতাম মোর অন্নপ্রাশনে

পাওয়া ঘটি, বাটি, থাল,

ঠাকুরমায়ের রাঙা চেলি আর

ঠাকুরদাদার শাল।

পৈতৃক ধন বিদ্যা না পেয়ে

পেলাম পুঁথির রাশি,

পিতার বিয়োগে পৈতৃক ভিটা

আমায় ধরিল গ্রাসি'।

আমার বলিতে শুধু সেই ছিল,

সেই পুরাতন ভিটা,—

তার ইঁটে ইঁটে মাধুরীর ছিটে,—

ভিটা মমতায় মিঠা।

তারে ছেড়ে মন নড়িতে না চায়,—

পড়ে আছি দিবারাতি,

ফিরে গেল কত নগর-ভোজের
নিমন্ত্রণের পাঁতি।
অকারণ তবু ভয়ে যেন মন
ভরিয়া ভরিয়া ওঠে,
ছাত্রমুখর এই সেই ঘর
আওয়াজ ছায় না মোটে!
মৃত্যুর মত নির্ব্বাক সে যে
বিহ্বল ক'রে তোলে,
পরাণ থাকিত হ'য়ে সচকিত
মাথা রাখি তার কোলে।
নিজ খড়মের প্রতিধ্বনিতে
রাতে উঠি ভয়ে কেঁপে,
কোনো দিকে আর চাহিতে না পারি
দুই হাত বুকে চেপে—
ঘরে ঢুকে যাই, কবাট আঁটিয়া
হাৎড়াই চক্‌মকি,
দীপ জ্বেলে ভাবি ভয় ভুলিবারে
উপায় বা করিব কী!
চোখ্‌ পড়ে গেল পুঁথির রাশিতে,—
মনে প'ল,—রাম নামে
ভয় দূরে যায়, ভাগে ভূত প্রেত
ভীরুর ভাবনা থামে।

বিদ্যার্থী

করিলাম স্থির খুঁজিব এখনি
রামায়ণ পুঁথিখানা,
চেষ্টা করিয়া পড়িব, নাগ্‌রী
হরফ তো আছে জানা।
চট্‌ ক'রে যেই চড়িনু চালিতে
পট্‌ করে পচা দড়ি
ছিঁড়ে গেল, চালি ভেঙে পুঁথিপাতা
গৃহতলে ছড়াছড়ি।
আমি পড়ে গেনু, তাহারি ঝাপটে
সহসা নিবিল বাতি,
পৃষ্ঠে মাথায় পড়িতে লাগিল
কিল, চড়, গুঁতা, লাথি!
মনে হ'ল শত ক্রুদ্ধ চোখের
দৃষ্টি আমার 'পরে
আছে নিবদ্ধ,—টিট্‌কারী-ভরা
অকরুণ অন্তরে।
পড়িছে পড়িছে কেবলি পড়িছে
তুলিতে না দ্যায় মাথা,
হারানু চেতনা; তারপর আর
কী যে হ'ল—জানি না তা'।
মূর্খজনার মলিন পরশ
সহেনা সরস্বতী,

তাই এ ঘটনা ঘটিল বুঝি বা
তাই এই দুর্গতি।
দুর্গতি কি না বলিতে পারিনা,—
স্বপনেতে সেই দিন
পরলোকগত পিতারে দেখিতে
পেয়েছিল এই দীন ;
মূর্খ ছেলের দুঃখে বুঝি গো
ব্যথা পেয়েছিল মন,
স্বর্গ ছাড়িয়া আমারি শিয়রে
তাই হ'ল আগমন ;
জীবনে আবার স্নেহ-গম্ভীর
বচন শুনিনু তাঁর,
কহিলেন মোরে "বন্দিনী বাণী,
কর তাঁরে উদ্ধার।"
কি বলিতে গেনু,—কাঁদিয়া উঠিনু,—
স্বপন টুটিল, হায়,
চাহিয়া দেখিনু প্রভাতের আলো
উঁকি দ্যায় জানালায়।
পুঁথিগুলা যেন হাসে মোরে দেখে
মেলি' হরফের দাঁত,
ধীরে ধীরে তবু গোছাতে গেলাম
মিলাতে গেলাম পাত।

তুলোটের পাঁতি তালের পত্র
ভূর্জ্জ-লিখন আর
আমার উপরে আড়ি করে' যেন
হ'য়ে আছে একাকার।
তিল-তণ্ডুল মিলনে মিলেছে
একশো পুঁথির পাতা,—
নীরে-ক্ষীরে যেন মিশেছে, তাদের
গোছাতে ধরিল মাথা।
অক্ষরগুলো চেয়ে থাকে শুধু
অর্থ না যায় বোঝা,
ভূতের বোঝা এ,—দিই চুল্লীতে ;—
কাজ হ'য়ে যাক্ সোজা।
হঠাৎ স্মরণ হইল স্বপন,—
পোড়ানো হ'ল না আর,—
"বাণী রয়েছেন বন্দিনী হ'য়ে
কর তাঁরে উদ্ধার!"
নিষ্ফলে খেটে দিন গেল কেটে,
রাত্রি আসিল ফিরে,
বিতথ পুঁথির মধ্যে পাতিনু
মলিন শয্যাটিরে!
চক্ষু জুড়িয়া তন্দ্রা যেমন
আসন পেতেছে তার,—

অমনি শুনিনু "বন্দিনী বাণী
কর তাঁরে উদ্ধার।"
পাগলের মত হইয়া উঠিনু
অনিদ্রা অনাহারে,
ভিটামাটি ছেড়ে হলাম বাহির
নিশির অন্ধকারে।
গ্রামের প্রান্তে বেণুবনে বায়ু
করিতেছে হাহাকার,—
"বাণী রয়েছেন বন্দিনী হ'য়ে
কর তাঁরে উদ্ধার।"
ঝিঁঝিগুলো বলে "ছিছি! মিছেমিছি
পিছনে চেয়োনা আর,
বাণী রয়েছেন বন্দিনী হ'য়ে
কর তাঁরে উদ্ধার।"
সেই হতে ফিরি বেয়াকুল হ'য়ে
পথে পথে দেশে দেশে,
"বুড়া পড়ুয়ার পাঠশালা নাই"
বলে মোরে সব হেসে।
ব্রাহ্মণ-বটু বটি তো ঠাকুর
বয়স না হয় বেশি
স্বপ্ন-আদেশে এসেছি; নহিলে
এ বয়সে টোলে ঘেঁসি?

বিদ্যার্থী

পুঁথির ভিতরে বন্দী রয়েছে
মুক্তিদায়িনী বাণী,
তাঁরে উদ্ধার করিবার ভার
আমারি উপরে জানি।
আমারে শিখাও, পায়ে ঠাঁই দাও
হে গুরু! পুরাও সাধ;
পণ্ডিত হব, বিদ্যা লভিব—
কর গো আশীর্ব্বাদ।
কিঙ্কর তব শ্রমে অকাতর,
সেবার হবে না ত্রুটি;
বলিষ্ঠ এই দেহ বিনিময়ে
প্রসাদ লইব লুটি'।
ভৃত্য করিয়া রাখ হে ঠাকুর!
ছাত্র না কর যদি,
ইন্ধন আমি আনিব আহরি'
ওগো প্রভু! যে অবধি—
যোগ্য না হই বিদ্যালাভের;
শিশুমুখে শুনি' শুনি'
তবু অভ্যাস হ'তে পারে কিছু
বিদ্যারণ্য মুনি!

শবাসীন

কই গো করালী! দেখা দিলি কই? ভয় তো করেছি জয়;
এর বেশী আর কি করেছে বল্ তোর মৃত্যুঞ্জয়?
সেও তো জননী! আমারি মতন
প্রেমে পেতেছিল শ্মশানে আসন,—
প্রেমে মেখেছিল নর-অঙ্গের বিভূতি অঙ্গময়।

তবে ও চরণ কেন ভুঞ্জিবে একা ওই উন্মাদ?
আমারেও দেখা দিতে হবে তোর, মিটাতে হবে মা সাধ;
অমাযামিনীতে কোলে করি' শব
নেচেছি উহারি মত তাণ্ডব,
ছিল ভালবাসা সাধনার মূলে—এই কি গো অপরাধ?

হায় মনে পড়ে সেই দিন—যবে ছিলাম ব্রহ্মচারী
লঘু লজ্জায় ভিক্ষা-ঝুলিটা ঠেকিত বিষম ভারি।
কাল্-ভৈরোর কুকুর তাড়ায়ে
ক্লিন্ন পথের অন্ন কুড়ায়ে
খাইতে তখনো শিখিনি মনের সব ঘৃণা অপসারি।

দুয়ারে দুয়ারে দাঁড়াতাম গিয়ে নীরব প্রার্থনায়,—
গুরুর আদেশে মৌনী ছিলাম ভিক্ষার সাধনায় ;—
দাঁড়াতাম দুই হস্ত বাড়ায়ে,
কেউ দিত, কেউ দিত বা তাড়ায়ে,
ভিখারীর ঝুলি ভরিত আখেরে গরীবের করুণায়।

বাহির হতাম জপ হোম সারি' ভিক্ষার সন্ধানে,—
স্থবিরার দল খাটুলি-ডুলিতে চলেছে যখন স্নানে,—
অলিতে গলিতে ফিরিতে ফিরিতে
নামিতে উঠিতে সিঁড়িতে সিঁড়িতে
পূর্ব্বাকাশের সূর্য্য হেলিয়া পড়িত পছিম পানে।

একদা ফিরিতেছিনু আশ্রমে লইয়া রিক্ত ঝুলি,
আকাশে তখন তপ্ত তপন, বাতাসে তপ্ত ধূলি,
ভাবিতেছি এই মহানগরীতে
কেহ কি নাহিক মোরে দান দিতে ?
মৌনীর মন বুঝিয়া কেহই নাহি কি দুয়ার খুলি ?

জনহীন পথ, মক্ষিকা ওড়ে আবর্জ্জনার 'পরে,
থমকি' দাঁড়ানু, কে যেন আমায় ডাকিল মৃদুস্বরে !

সচকিত চোখে চারিদিকে চাই,
ঝরোখা-দুয়ারে কেউ কোথা' নাই ;
ছায়াহীন পথ, উগ্র গ্রহেশ একা প্রভুত্ব করে।

"ওগো উদাসিন্! এই দিকে!" ফিরে চাহিয়া দেখিনু তবে,
শ্যামা লতিকার ক্ষীণ তনু একি উপচিত পল্লবে!
দু'টি চোখে তার অমৃতের পূর,
স্নেহ-সিঞ্চিত কণ্ঠ মধুর ;
ছায়া-রূপা যিনি নিখিল-চারিণী এ কি তাঁরি ছায়া হবে?

নিকটে গেলাম, সম্মুখে তার ঝুলিটি ধরিনু তুলি',
সে কহিল "একি! এতখানি বেলা এখনো শূন্য ঝুলি!
বারাণসী হ'তে ফিরিছ উপোসী,
অন্নপূর্ণা মন্দিরে বসি'
জেনেছেন তাহা, তাই রেখেছেন এই দরজাটি খুলি।"

ভরি' দিল ঝুলি ; দৈবে মোদের মিলিল চক্ষু চারি,
চমকি' নয়ন নত করিলাম ; আমি না ব্রহ্মচারী?
মৌনীর সেই মৌন আবেগ
রচনা করিল কামনার মেঘ ;
চঞ্চল হাওয়া ফিরিতে লাগিল দেহমনে সঞ্চারি'!

দ্রুত পদে চলি' ফিরিয়া এলাম, না কহি' একটি বাণী,
মৌনীর ব্রত রক্ষা সেদিন করিনু দুঃখ মানি'।
বল্গা-শিথিল সেদিন অবধি
মন হল মোর তপের বিরোধী,
আঁখি-আগে শুধু জাগিতে লাগিল নামহীন মুখখানি।

উঠিতে লাগিল হিয়াখানি তার দিনে দিনে উপচিয়া,
খুসী হ'ত খুসী করিয়া আমায় প্রচুর ভিক্ষা দিয়া ;
একদা কহিল মুখপানে চেয়ে
মৃদু চাহনির মমতায় ছেয়ে
"মৌনী ঠাকুর, কাল থেকে যেয়ো আগে মোর দান নিয়া।"

পরদিন প্রাতে ভিক্ষাপাত্র নানা উপচারে ভরি'
কহিল "ঠাকুর খর রোদ্দুর, ঘরে ফির ত্বরা করি'।"
ফিরিলাম, আঁখি এল ছলছলি
কৃতজ্ঞতার কুসুমাঞ্জলি
মৌন হৃদয়ে দিনু নিবেদিয়া স্নেহ-রূপিণীরে স্মরি'।

অসময়ে মোরে আশ্রমে দেখি' গুরু কহিলেন "এ কি !
সকালে ফিরেছ তবু কেন আজ মূরতি ক্লিষ্ট দেখি ?"

তুলির লিখন

বাহুতটে আঁকি কুসুম-সায়ক
মন্মথে পূজে কত উপাসক,
বাণী-পূজকের বীণা পুস্তক—দুইই বুকে লেখা চাই!

ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্ত পরাণে ফিরিনু কাশীর বাটে,
বহুদিন পরে আসিয়া বসিনু মণিকর্ণিকা ঘাটে ;
ভাষাহীন স্নেহে উদাসীর মন
কেড়ে নিল কাশী, ফুরাল ভ্রমণ,
জপের মালার গুটিকার মত একে একে দিন কাটে।

একদা চিতার ভস্মে-ভূষিত এল এক কাপালিক
ভালে কজ্জল, গলে হাড়-মালা, রাঙা আঁখি অনিমিখ্,
নরমুণ্ডের খর্পর হাতে,
বাঘছাল-পরা, জটাজুট মাথে,
'ব্যোম্' 'ব্যোম্' রবে কেঁপে ওঠে মন কেঁপে ওঠে দশদিক।

এই তো আমার উদ্ধার-পথ হয়েছে আবিষ্কার!
সিদ্ধি লভিব শব-সাধনায় হইব নির্ব্বিকার ;
সব কোমলতা মন হ'তে ঘুচে
সে কোমল মুখ দিয়ে যাবে মুছে,
চিতার আলোকে রূপের মূল্য বুঝে নেব এইবার।

মনের বাসনা নিবেদন আমি করিলাম কাপালিকে,
আগ্রহ দেখি' ভালে মোর টীকা দিল সে কাজলে লিখে ;
নূতন গুরুর সঙ্গে শ্মশানে
ফিরিতে লাগিনু শঙ্কিত প্রাণে,
গুরু আগে গেলে তবে সে যেতাম প্রেতস্থানের দিকে।

একদা নিশীথে গুরুর নিদেশে শ্মশানে চলেছি একা,
কৃষ্ণা যামিনী, বৃষ্টি নেমেছে, নিজেরে না যায় দেখা ;
চলেছি প্রথম শব-সন্ধানে
কত আতঙ্ক উঠিতেছে প্রাণে,
নিরালয় মাঠে ঝড়ের দাপটে কাঁপে বিদ্যুৎ-লেখা।

চঞ্চল চলি' দাঁড়ালাম গিয়ে শ্মশান-অশথ-তলে ;
বিজুলী-আলোর ক্ষণিক বিলাসে কি দেখি অথির জলে ?
স্পন্দিত হিয়া দু'হাতে চাপিয়া
নামিতে নদীতে উঠিনু কাঁপিয়া ;
ভয়দুর্ব্বল হাতে শবদেহ তুলিনু মনের বলে।

সহসা বিপুল আলোকোচ্ছ্বাস ! ওগো ! একি ! একি ! একি !
চিনেছি ! পেয়েছি !—কই আলো কই ?—সংশয়ে গেনু ঠেকি'।

তুলির লিখন

আলো কি আজিকে নেই সংসারে ?—
কেউ আসিবে না মৃত-সৎকারে ?—
বজ্র পড়ুক্‌…আলো হবে তবু…একবার লব দেখি।

আহা—বিদ্যুৎ ! যেয়োনা, পেয়েছি…দেখেছি…হয়েছে শেষ ;
শেষ ?…কে বলিল ?…এই সতীদেহ বহিয়া ফিরিব দেশ।
আজি আরম্ভ প্রেমের আমার,
ভিখারী পেয়েছে হারানিধি তার !
লঘু হ'য়ে গেছে দেহ, মন, প্রাণ, অশ্রুর নাই লেশ।

আমি অভিসারে এলাম শ্মশানে জলে ভেসে তুমি এলে !
এতদূর যদি করিলে কেন গো দেখ না নয়ন মেলে !
ওগো পূর্ণিমা ! ওগো প্রেমগুরু !
আজি যে মোদের মিলনের সুরু ;
দুঃখ কেবল এত কাছে এসে এতদূর হয়ে গেলে।

বুকের মাণিক বুকে ফিরে এসে মলিন কেন গো হ'লে,
কৌতুক-ছলে মৌনী হ'লে কি মৌন-জনের কোলে ?
মণিবন্ধনে কঙ্কণ-ডোর
তেমনি উজল রয়েছে যে তোর,
অধরের কোণে স্নিগ্ধ হাসিটি বুঝিরে তেমনি দোলে।

আহা—বিদ্যুৎ ! দয়া কর—দাও দেখিতে ক্ষণপ্রভা !
অন্ধের মত পরশ বুলায়ে ভুঞ্জিতে নারি শোভা ;
হিম ! হিম ! সব হিম হ'য়ে গেছে,
কবরী শিথিল—জলে সে ভিজেছে ;
অসাড় অবশ স্পন্দবিহীন—তবু—তবু মনোলোভা।

নগ্ন এসেছ বন্ধুর কাছে সঙ্গে কিছু না নিয়ে
বিনা সঙ্কোচে এসেছ কিশোরী অজানা অপথ দিয়ে ;
বিজন শ্মশান, রাত্রি আঁধার,
কুণ্ঠা ঘুচাও চাহ একবার,
কি দুখে মরণ করেছ বরণ ? বল একবার প্রিয়ে !

কথা কহিবে না ? একি অভিমান ? কিবা যা' করেছি ভয়,—
ক্ষীণ পুণ্যের ক্ষণদা আমার ! এ তুমি সে তুমি নয় !
ওগো কে আমারে বলে' দিবে হায় !
কেন এ লতিকা অকালে শুকায় ?
মৌন প্রেমের এই পরিণতি ! প্রেতভূমে পরিণয় !

তুমি ম'রে গেছ ? শ্মশানে শুয়েছ ? তবে তাহে নাই ডর ?
এই কি মরণ ?…এই মৃত দেহ ?…মৃত্যু কী মনোহর !

কালের পরশে নাই বিভীষিকা
তুমি শিখাইলে অয়ি রূপশিখা !
মরণের বেশে মনের মানুষ শ্মশানে পাতিলে ঘর !

স্নেহের পুতলি,...সেই হ'ল শব !...শবের সাধন সোজা ;
কাপালিক ! তুমি কী শিখাবে আর ? মূর্খ ! ভূতের ওঝা !
একদিন যেই ভালবাসা দেছে
সেই আজি মোরে সাধক করেছে ;
সিদ্ধ হয়েছি, ঋদ্ধি পেয়েছি, শেষ হ'য়ে গেছে খোঁজা।

প্রিয়া ! প্রিয়া ! প্রিয়া ! প্রাণের দোসর ! আর নাহি মোর লাজ !
ব্রহ্মচারীর সকল গর্ব্ব ধ্বংস হয়েছে আজ।
আর কোনোখানে নাই কোনো বাধা,—
সিদ্ধির লাগি' শেষ হল' সাধা,
শুষ্ক তরুরে বিজুলির পাতে মুড়ে আজি দেছে বাজ !

শঙ্কা টুটেছে, শাসন ছুটেছে, শ্মশান হয়েছে গেহ ;
শবেরে জেনেছি আপনার জন, মৃতেরে দিয়েছি স্নেহ ;
সে যে পেয়েছিল মায়ের আদর,
সে যে ছিল কার আলো করি' ঘর,
দুখে সুখে কালি ছিল মোর মত—আজিকার শবদেহ।

শবাসীন

চিতার বিভূতি ভস্ম সে নয়,—প্রেমতীর্থের ধূলি,
ছিল গো প্রেমের বন্ধন-ডোর এই কঙ্কালগুলি ;
বন্ধুবিহীন শ্মশানের শব !
তোমাদের লয়ে করি' উৎসব
নিশীথ গগনে ছিন্ন কাঁথার বিজয়-নিশান তুলি'।

*　　*　　*

শবাসীন হ'য়ে সেইদিন হ'তে অমানিশি করি' ক্ষয় ;
মরণের মাঝে মাধুরী পেয়েছি, হ'য়ে গেছি তন্ময়।
স্মৃতিসতী-দেহ বহি' নিশিদিন
শ্মশানে শ্মশানে ফিরি উদাসীন,
তবু কপালিনী ! দয়া কি হ'ল না ?…এখনো অনিশ্চয় !

'পরেয়া'

পরেয়া ব'লে তো পর ক'রে দিলে

ওগো আচারীর দল !

তবু ছাথ, টি'কে রয়েছি জগতে

যাই নাই রসাতল।

আছি বলে আছি—দিব্য রয়েছি

রয়েছি ফূর্ত্তি ক'রে,

খাটিখুটি খাই মাদল বাজাই

নাচি গাই প্রাণ ভ'রে।

অখাদ্য খাই ?—সে কেমন কথা ?

অর্থটা তার কি রে ?

হ'লে অখাদ্য বা'র হয়ে যেত

সদ্য উদর চিরে।

তা' যখন ভাই আজো হয় নাই

এটা বলিতেই হবে—

খাদ্য খেয়েই বেঁচে আছি মোরা !

বুঝিলে এখন তবে ?

অখাদ্য খাব ? সে যে অসাধ্য

সাধন করা রে ভাই

তা' করিতে গেলে ভোজ-বিদ্যাটা
ভাল ক'রে শেখা চাই।
মোরা নেশা খাই? তা ব'লে তো ভাই
করিনে কাজের ক্ষতি,
ছেলেপুলে পুষি, বৌটাকে তুষি
মা বাপের করি গতি।
তারপর যদি একটু-আধটু
এদিক ওদিক হয়,
ক্ষমা-ঘৃণা ক'রে নিতে হয়,—অত
ছল ধরা কিছু নয়।
তাও ব'লে রাখি,—বসে থাকিব কি?—
তোমাদের মত আর
মোদের তো নেই সুবিধা তেমন
ফলাহার জুটিবার।
শাস্ত্র লিখেছ আপ্‌কা-ওয়াস্তে,—
করেছ কতই কাপ,—'
তোমাদের ভোজ দিলেই পুণ্য,—
আমাদের দিলে পাপ!
মোরা অনার্য্য?—কৃষ্ণবরণ?
তোমরা গউর? দাদা!
কালো হোক চাই ধলো হোক্ গাই
দুধ সে সমান শাদা।

আর কি আমরা ? বল ! বলে যাও !...

আমরা সর্ব্বভুক্ ?

ফুল চন্দন পড়ুক মুখেতে !

শুনে ভারি হ'ল সুখ,...

তোমাদের কোন্ ঠাকুর গো প্রভু !

তারো যে অমনি নাম

হাঁ হাঁ হাঁ হয়েছে—মনে পড়ে গেছে—

আগুন গো গুণধাম !

পরেয়ারে নিলে ঠাকুরের দলে—

ঠকে গেলে দয়াময় !

আগুনে যা' দাও সেই ঘৃতটুকু

পাঠাতে আজ্ঞা হয় ।

পোড়ায়ে নষ্ট কর তো ঠাকুর

না হয় মানুষে খেলে,

পেটের অগ্নি অগ্নি তো বটে,

'স্বাহা' বলে দাও ঢেলে ;

পোড়ায়ে পষ্ট করিছ নষ্ট

আমরা বাঁচিব খেয়ে,

দানের পুণ্য-ঘোষণে শাস্ত্র

মিছাই ফেলেছ ছেয়ে ।

তফাৎ হয়েছ, দূরে সরে আছ

কাটা মুণ্ডের মত,

রাহুর গরাসে শুধু গিলিছই,—
হজম করিলে কত ?
ছিন্ন কণ্ঠে বাহির হতেছে
যত বা পশিছে মুখে,
নাহিক পুষ্টি, নাহিক কান্তি,
টিঁকে আছ কোন্ 'তুকে' ?
স্পন্দিত-শিরা কবন্ধ—বাহু
করিছে আস্ফালন,
কাটা মুণ্ডের বাচালতা দেখে
হাসিছে জগৎ-জন।
জননী-জঠরে ভ্রূণের শরীর
ভেঙে যায় ভাগে ভাগে
বৃন্তে বিকচ পাপ্‌ড়ির মত
মাঝে তবু যোগ থাকে।
সমাজেরে তুমি ভাগ তো করনি
করেছ ব্যবচ্ছেদ,
যোগের সূত্র কাটিয়া দিয়াছ
গড়িয়াছ জাতিভেদ।
এখন তোমার কাটা মুণ্ডের
কথায় কে দিবে কান ?
কবন্ধটার আস্ফালনের
ভিতরে নাহিক প্রাণ।

হাততালি দিয়া কথা না বলিয়া

নগরের পথ 'পরে

সঙ্কোচ-ভরে কোথায় চলেছ

পাগলের ভাব ধ'রে ?...

পাছে ছুঁয়ে ফেলি তাই হাততালি ?...

করিতেছ সাবধান ?

ছুঁতে যাব কেন ?...ধর, যদি ছুঁই...

ছোঁয়াতে কী লোকসান ?

ছায়া মাড়াইলে হইবে নাহিতে ?

এই এ দেশের প্রথা ?

শাস্ত্রে লিখেছে ?...লেখেনি ?...অ্যাঁ ! বটে ?

এ তবে কেমন কথা ?

শাস্ত্র মান না ?...মান ?...তাই নাকি ?

আর মান দেশাচার ?

আর ?...হাঁচি ?...আর ?...টিক্‌টিকি ?...আর ?

শাসন পঞ্জিকার ?

মান না কেবল উপকার-ঋণ

জান না কৃতজ্ঞতা ;

অশুচি পরেয়া শুচি করে পথ,

ভুলে কি গেলে সে কথা ?

নহিলে শুচিতা থাকিত কোথায় ?...

কি ? কি ?...পথ নারায়ণ ?

নারায়ণে মোরা করি পবিত্র

মোরা কিসে হীনজন ?

পথ ঘাট সবই দেবতা তোমার

মানুষই কেবল মাটি,

অঙ্গ জুড়ায় কথা শুনে, আহা,

পরিপাটি ! পরিপাটি !

মোরা অনাচারী ! মোরা ব্যভিচারী ?

পূজি ব্যভিচারিণীরে ?

পরশুরামের মাতৃমুণ্ড

স্থাপিয়াছি মন্দিরে ?

জননী-ঘাতীরে তোমরা যখন

করিলে হে অবতার,—

অনাচারী মোরা হার মানিলাম

দেখে এই অনাচার !

জীবন দিয়া যে ভুবন দেখাল

মানুষ করিল স্নেহে,—

সন্তান তুমি,—তাহার বিচার

করিবার তুমি কে হে ?

পুত্র বসিয়া বিচার করিল

জননীর অপরাধ !

দণ্ডও দিল মুণ্ড কাটিল,

অদ্‌ভুত সংবাদ !

সেই পাতকীরে অবতার সবে
করিলে গণ্ডগোলে,
ব্যথা-সচকিত রেণুকার মাথা
আমরা নিলাম কোলে।
এই অপরাধ—ইহারি লাগিয়া
মোদের করেছ পর,
তাড়ায়ে দিয়েছ পল্লী-বাহিরে
কাড়িয়া নিয়েছ ঘর।
এই অন্যায় করেছ সকলে
ভৃগু-পুত্রের ভয়ে,
আমরা ঘৃণিত হলাম,—অবলা
নারীর পক্ষ ল'য়ে।
কুকুরের নীচে ঠাঁই আমাদের
আমরা পরেয়া লোক,
তোমরা ঠাকুর অতি-সুচতুর
তোমাদেরি ভাল হোক্॥

সতী

(আমার) কোটি চন্দ্র উদয় হ'ল, বল্ গো তোরা বল্ গো হরি ;
সময় হ'ল ডঙ্কা প'ল, এবার তবে যাত্রা করি ।
চোখের জল যে নেই ফেলিতে, কেন তোরা কাঁদিস্, ওরে !
যে যাবে তায় বিদায় দে রে, কেন বাঁধিস্ মায়ার ডোরে ।
ছাঁদ্না-তলার শক্ত বাঁধন, সে বাঁধন যে খুল্তে নারি,
পুরুষ মানুষ যেথায় যাবে সঙ্গে যাবে তার যে নারী ।
সঙ্গে যাবে সাথের সাথী, সঙ্গে যাবে দুঃখে সুখে,
সঙ্গে যাবে চোখের জলে, সঙ্গে যাবে হাস্য-মুখে ।
সঙ্গে যাবে রণে বনে সীতার মতন কুতূহলে,
পিছ্-পা হব ?···পিছিয়ে রব ? শ্মশানে আজ যাচ্ছে বলে ।
ছাদ্না-তলার ছাঁদের বাঁধন সে বাঁধন যে শক্ত ভারি,
সাত পাকে যে জড়িয়েছে পাক চৌদ্দ পাকে খুল্তে নারি ।

*　　*　　*　　*

দিস্‌নে বাধা বারণ করি করিস্‌নে রে কান্নাকাটি,
মরণ কারো হয় নাক' রদ্, মাটি যা' সে হবেই মাটি ।
কচি কাঁচা নেইক কোলে, শিখেছে সব খুঁটে খেতে,
মেয়ের বিয়ে নেইক বাকী, দিয়েছি সব সুপাত্রেতে ।

বড় ছেলের বউ এনেছি, (ঠাকুর, এদের সুখে রাখ ;)—
সব ছোটটি দশ বছরের তার কথা আর ভাব্ ব নাক'।
বাজা ওরে বাজ্ না বাজা, আজ আমাদের আবার বিয়ে ;
কই ডুলি কই ? কাহার কোথায় ? কইরে আমায় চল্ না নিয়ে।
যাব আমি যম জিনিতে, বাজা তোরা বাজ্ না বাজা,
আল্ তা দিয়ে সিঁদূর দিয়ে আবার আমায় ক'নে সাজা।
ফুলের মালা পরিয়ে দেরে, পরিয়ে দেরে রাঙা শাড়ী,
খই কড়ি সব ছড়িয়ে দে রে যাচ্চি আমি শ্বশুরবাড়ী।

*　　　*　　　*　　　*

বিয়ের কালের হাতের নোয়া ক্ষয় গিয়েছে প'রে প'রে,
শিথ্ লে দে রে পঁইছে খাড়ু খিল্ কাঠি ওর আল্ গা ক'রে।
বিবিয়ানা নথটি আমার,—পাঠিয়ে দিয়ো দুর্গা-বাড়ী,—
গড়িয়েছিলাম হয়নি পরা,--আর ওই নতুন পাটের শাড়ী,—
পাঠিয়েছিল ঠাকুরঝি যা',—ওবার যখন যায় সে কাশী ;
ঝুম্ কো. ঢেঁড়ি বৌমা প'র' ; আর যে সোনারূপোর রাশি
ভাগ ক'রে তা' নিয়ো সবাই দেওরদের সব হ'লে বিয়ে,
আমি ও আর ভাব্ তে নারি, খালাস তোমার হাতে দিয়ে।
ভাল ঘরের ঝিউড়ি তুমি এনেছি সদ্বংশ থেকে,
এ সংসারে গিন্নি হ'য়ে চল্ বে সকল বজায় রেখে।
বঞ্চিত না হয় যেন কেউ দৃষ্টি রাখিস্ সবার প্রতি,
আমার শ্বশুরকুলের লক্ষ্মী মা তুই আমার বুদ্ধিমতী।

ননদ ক'টা রইল তোমার ; আমাদের অবর্ত্তমানে
তত্ত্ব নিয়ো মাঝে মাঝে, মনে যেন দুখ না মানে।

*   *   *   *

ছি ছি! বাছা! ওকি আবার? এমন দিনে কাঁদ্‌তে আছে?
অমন ক'রে কাঁদ্‌বে যদি, থেকো নাক' আমার কাছে।
আমি তো আর কাঁদ্‌ব নাক', আমি এখন আমার ছায়া,
আমি এখন গিইছি মরে, মরার আবার কিসের মায়া?

*   *   *   *

ওলো মাধী! কাঁদিস্ কেন? অনেক দিনের তুইরে দাসী,
ঢের ভুগেছিস্ এ সংসারে ঢের দেখেছিস্ কান্না হাসি।
আজ্‌কে বাছা কাঁদিস্‌নে তুই অমন চোখের জলে তিতি।
কান্না ভারি অলক্ষুণে, আজ যে আমার বিয়ের তিথি।
কর্ত্তা হবেন গঙ্গাবাসী, আমি যাব সঙ্গেতে তাঁর,
আমি অতি ভাগ্যবতী, এমন ভাগ্য হয় ক'জনার?
নিজের গরব কর্ত্তে সে নেই, বল্‌তে তবু ইচ্ছে করে,—
আজ্‌কে আমার কিসের লজ্জা, বস্‌ব চিতা-শয্যা 'পরে।

*   *   *   *

সহমরণ যায় যাহারা বিধবা হয় আড়াই দণ্ড,
অখণ্ড মোর এয়োৎ-রেখা, দেখ্‌না, কোথাও হয়নি খণ্ড।
বিধবা যে হবই নাক' জানি তা' মোর মন বলেছে,
বিধাতা যে লিখ্‌লে লিখন ফলেছে তা' ঠিক ফলেছে,—

প্রমাণ তো তার কাল পেয়েছিস্,—গেছি আমি আগেই মরে।
ধরেছিলাম আঙুল দুটো জ্বলন্ত দীপশিখার 'পরে।
দেখ্‌লি কেমন পুড়ে গেল ধুনোর মত এক নিমিষে?
জীয়ন্তে কেউ সইতে পারে? সাড় থাকিলে সইত কি সে?
গেছি আমি আগেই মরে, দাঁড়িয়ে আছে কাঠামটা,
কাটলে আমায়,—দেখ্‌তে পেতিস্,—রক্ত নাইক একটি ফোঁটা
কর্ত্তা যাবার আগেই গেছি, চলে গেছি মর্ত্ত্য ছেড়ে,
হাওয়ার মতন হাল্কা দেহ আল্‌গা হাওয়ায় দিচ্ছে নেড়ে।
কড়ির ঝাঁপি কাঁখে এখন দাঁড়িয়ে আমি আকাশ-পথে,
প্রতীক্ষাতে দাঁড়িয়ে আছি মিল্‌ব আগুন-বরণ-রথে।

* * * *

কাঁদ্‌ছে ছেলে, কাঁদছে জামাই; জল শুধু নেই আমার চোখে,
শুকিয়ে গেছে স্নেহ মায়া, ছায়ার মতন দেখ্‌ছি লোকে!
ওগো বাপু পরের ছেলে! নিজের-ছেলের-চাইতে-বেশী!
তোমরা কোথায় সাহস দেবে,—এ কি বাপু? এ কোন্ দেশী?
মন করেছি সঙ্গে যাব, পণ করেছি যাবই যাব,
দাও বাধা তো মরব ঘরেই, দাও ছেড়ে তো গঙ্গা পাব;
ধরে' বেঁধে রাখ্‌বে কারে? মড়া ঘরে রাখ্‌তে আছে?
আধখানা যার চিতায় শুয়ে আর-আধখানা তার কি বাঁচে?
মরা-মায়ের মায়া কিসের? বেটাছেলে শক্ত হবে,—
ছি! বাবা! ছি! অমন করে? সদরে যাও তোমরা সবে।

আমার যাবার সময় হল, জোগাড় কর পাঠিয়ে দেবার
ফুরিয়ে এল চোখের জ্যোতি, ঘনিয়ে এল লগ্ন এবার।

*　　*　　*　　*

লাগ্‌লে মনে লাগ্‌তে পারে, একমরণে যাচ্ছি মারা,
এরা হবে একদিনেতে পিতৃহারা মাতৃহারা।
লাগ্‌লে মনে লাগতে পারে ; ভাব্‌না আর ও-সব কথা,
মায়াতে কি জড়িয়ে যাব ?···না, না·· আমার নেই মমতা।
বাজা ওরে বাজনা বাজা, কইরে তোরা আন্‌ না ডুলি,
স্বর্গে আমার দুলছে দোলা, রইব না আর মায়ায় ভুলি'।

*　　*　　*　　*

বাজা ওরে বাজনা বাজা, যাব আমি যম জিনিতে,
যমের পিছন পিছন যাব হারা-মরা ফিরিয়ে নিতে ;
সাবিত্রী গো সহায় হ'য়ো, সহায় হ'য়ো শিবের সতী,
পাই যেন মোর হারানিধি, ফিরে যেন পাই গো পতি।
ইহকালের টুটল বাঁধন, পরপারে মন ছুটেছে,
দেখছি আমি ও-পারে মোর পারিজাতের ফুল ফুটেছে।

*　　*　　*　　*

বুকের পাঁজর ভেঙে দিয়ে যারা আমার আগে ভাগে
পালিয়ে গেছে, তাদের আমি দেখছি আমার আঁখির আগে—
তিন বছরের একটি মেয়ে, সাতাশ মাসের একটি ছেলে,
দেখছি পারিজাতের বনে, দেখছি আমার দু'চোখ মেলে ;

তুলির লিখন

চিতায় শুয়ে পতির পাশে স্বর্গে যাব সোনার দোলে,
হারা-ছেলে ধরব বুকে, হারা-মেয়ে ধরব কোলে।

*　　　*　　　*　　　*

মা বাবা মোর স্বর্গে গেছেন, হয়নি দেখা যাবার বেলা,
আবার তাঁদের দেখতে পাব, স্বর্গে আমার চাঁদের মেলা।
বোনে বোনে মিল্‌ব আবার, হয়নি মিলন বিয়ের পরে,
দূরে দূরে পড়েছিলাম, দেখা হ'বে লোকান্তরে।
কথায় বলে বর্ষাকালে নদী তবু দেখবে নদী,
বোনে বোনে হয় না দেখা মরণ সে না মিলায় যদি।

*　　　*　　　*　　　*

বাজা ওরে বাজনা বাজা লাজাঞ্জলি ছড়িয়ে দে রে,
বিদায় হ'য়ে যাচ্ছি আমি যাচ্ছি সকল খেলা সেরে।
মুড়কি-মোয়া আন্‌রে হেথা, দিই সকলের হাতে হাতে,
মিষ্টি আমার মনে রেখো, তেতো ভুলো মৃত্যু সাথে।
অঙ্গ আমার আস্‌ছে ঢুলে নয়ন মুদে যায় এখনি,
(আমার) কোটি চন্দ্র উদয় হল ; কর গো তোরা হরিধ্বনি॥

বিষকন্যা

ওগো বিমুগ্ধ! কি করিলে তুমি? হায়!
বন্ধু! জান না? বিষকন্যা যে আমি।
পরশে আমার পরাণ টুটিয়া যায়,
চুম্বনে আসে মরণের ছায়া নামি।
নব কিশলয় কিশোর প্রণয় লয়ে
কেন এলে সখা ভুজঙ্গিনীর দ্বারে?
শত কামনার শতেক আয়ুধ সয়ে
আমি যে তোমারে ফিরায়েছি বারে বারে।
তরুণ তোমার করুণ চাহনি তবু,—
এই কঠিনারে করেছিল চঞ্চল,—
তবু প্রলুব্ধ করিনি তোমায় কভু,—
বনের হরিণ ধরিতে করিনি ছল।
ভালবাসিবার অধিকার মোর নাই,
বুঝেছিনু তাহা, তাই ছিনু দূরে সরে;
যেই লীলা-মীনে হৃদয়ে লালিতে চাই
বঁড়শীতে তারে বিঁধিব কেমন ক'রে?

মৃত্যু বিষে মোর জর্জ্জর কলেবর,
দংশেছে ফণী তবু পাই নাই টের ;
আমাদের বিষে হার মানে বিষধর,
সজীব অস্ত্র আমরা চাণক্যের।
ওগো পতঙ্গ ! জোনাকি ভেবে কি শেষে
প্রদীপ-শিখারে ধরিলে আলিঙ্গিয়া ?
চুমিলে বিভোল অধরে কপোলে কেশে,
গরলের রসে পড়িলে যে মূর্চ্ছিয়া !
জাঙ্গুলা বিষ ছিল দুটি কুণ্ডলে,
কুন্তল-মাঝে ছিল গো নাগস্পৃশা,
তাই বিহ্বল লুটাইলে ধূলিতলে
মিলনের ক্ষণে এল মরণের নিশা।
বিষ-পাথরেতে এ বিষ নামে না হায়,
মিথ্যা এখন গরুড়োদ্গার মণি,
বিফল যতন, নিরুপায় ! নিরুপায় !
বিষকন্যার ভালবাসা কালফণী।
চকোরের মত হ'ল বিবর্ণ চোখ,
ক্রৌঞ্চের মত ভেঙে পড়ে তব গ্রীবা,
দুঃসহ মোরে দহিছে শুষ্ক শোক,
বুঝিতে না পারি হায় গো করিব কিবা !

* * *

মানুষ-শীকার করিয়া ফিরেছি শুধু
রাজ-সচিবের অঙ্গুলি-ইঙ্গিতে ;
যেথায় গিয়েছি আগুন জ্বলেছে ধূ ধূ,
রাজ্য ও রাজা দলেছি দারুণ চিতে।

যম-পটে নমি' শিরে বাঁধি' অঞ্জলি,
কবরীর মাঝে গোপন করিয়া ছুরি,
কর্ম্ম সাধিতে নির্ভয় চিতে চলি
নূপুরে বলয়ে কটাক্ষে বিষ পূরি'।

নন্দবংশ ধ্বংস করেছি আমি,
চাণক্য কে ? কে সে ব্রাহ্মণ বটু ?···
সে পাতকী মোরে করেছে নিরয়-গামী,
সে কেবল কূট ফন্দী ফাঁদিতে পটু।

অনাথা একাকী এসেছিনু এ নগরে,—
(বিষ-নিশ্বাসে ম'রে গিয়েছিল স্বামী ;)—
বিধবার ঘরে কুৎসার ঘুণ ধরে,—
অবীরা অবলা গ্রাম ছেড়ে এনু আমি।

নগরে তখন বিপ্লব-জল্পনা,
নবাগত জনে কে তখন দিবে ঠাঁই ?
ভিক্ষা মাগিনু, পাইলাম লাঞ্ছনা,
চর ভেবে লোকে গায়ে দিল ধুলা ছাই।

অন্নের লাগি' নিজেরে বেচিনু শেষে,
দেখিতে দেখিতে বাড়িল রূপের খ্যাতি ;

দু'দিন না যেতে রব উঠে গেল দেশে—
"পুষ্প-পুরেতে নূতন পুষ্প-ভাতি!"
যাদের দুয়ারে পাইনি ভিক্ষা দুটি,
তারাই আমার দুয়ারে দাঁড়াল এসে!
হীরকে স্বর্ণে ভরে দিয়ে গেল মুঠি,
আমি লইলাম,—ঘৃণার হাস্য হেসে।
চলিতে লাগিল হৃদিহীন উৎসব,
মানুষের পরে ঘৃণা সে চলিল বেড়ে;
দিবসের ঘুম রাত্রির কলরব
দূরে যেন মোরে রাখিল সৃষ্টি ছেড়ে।
হোথা জল্পনা চলেছে রাজ্য-নাশা;
চাণক্য মোর শুনিয়া রূপের কথা
ডেকে নিয়ে গেল, কহিল মধুর ভাষা
কহিল "তোমার নাম শুনি যথা তথা,—
দুর্গে, শিবিরে, ধনী বণিকের ঘরে,
বুঝেছি প্রভাব অল্প তোমার নয়;
সবার দৃষ্টি আজিকে তোমার পরে,
কার কার সাথে আছে তব পরিচয়?"
মূর্তিমন্ত সেই বটু কপটতা,
ঘুরায়ে ফিরায়ে প্রশ্ন করিল নানা;
ছল-ছুতা করি জেনে নিল সব কথা,
সব আনাগোনা হ'য়ে গেল তার জানা।

শেষে কহিল সে "ওগো সুন্দরী নারী!
মোহিনীর বেশে দৈত্যে নাশিতে হবে ;
নন্দকুলের দর্প হয়েছে ভারি,
রূপের অনলে পোড়াও তুমি তা' সবে।
লোধ্র ফুলের রেণুতে মনঃশিলা
চূর্ণ করিয়া মিশায়ে মাখিবে মুখে,
রাজার বেটাকে দেখাবে হাজার লীলা
প্রেম-অভিনয় দেখাবে প্রেমোৎসুকে।
রূপ-লোলুপতা লালসা উঠিলে জেগে
একে একে একে আনিবে মুগ্ধ করি,
মরণ-গরল-আব্-হাওয়া মাঝে রেখে
তিলে তিলে তিলে আয়ু নিতে হবে হরি।"
আমি চমকিয়া কহিনু "এ কৌতুক
ভাল নাহি লাগে, ঠাকুর! বিদায় মাগি,
এক পাপে মজি' পেয়েছি পেতেছি দুখ,
আবার কি হব নূতন পাপের ভাগী?"
কহিল সে "তবে রূপসী! বন্দী হ'লে"
কৃত্রিম রোষে কাঁপায়ে মুক্ত শিখা ;
পড়িয়া গেলাম বিষম গণ্ডগোলে,
আকণ্ঠ পান করিলাম 'মধুলিকা'।
ক্ষণকাল রহি' নিঝুম নীরব হ'য়ে
ফুকারি কহিনু "ওগো তবে তাই হবে,

অন্ন যে জাতি দিয়েছে ধর্ম্ম লয়ে
তাদের শাস্তি আরম্ভ হোক তবে।"

*　　*　　*

তার পর সুরু হ'য়ে গেল এই খেলা,
সজীব অস্ত্র হলাম চাণক্যের ;
মানব-জীবন লয়ে শুধু হেলাফেলা,
অন্ত আমার নাই নাই পাতকের।
মৃদু বিষে ক্রমে জর্জ্জর হ'ল দেহ,
মৃদু মদিরায় অসাড় করিল মন,
গেল ঘৃণা, ভয়, গেল বুঝি প্রীতি স্নেহ,
অশ্রু ফেলিতে ভুলে গেল দু'নয়ন !
কাছে যারা মোর এসেছে অসংশয়ে
হাসিতে হাসিতে তাদের দিয়েছি বিষ,
পৈশাচী খেলা অহরহ নির্ভয়ে—
মরণের খেলা খেলেছি অহর্নিশ।
শেষে একি হ'ল ? একি অপূর্ব্ব উষা
জাগিল আঁধার পাপে ম্লান মোর মনে ?
তরুণ আঁখির পূজা—পারিজাত-ভূষা
কে গো অর্পিলে এই কলঙ্কী জনে ?
শেষে বিমুগ্ধ মুগ্ধ করিলে মোরে
দেবীর মতন দেখিলে এ পিশাচীরে ;

বিষকন্যা

শুষ্ক সরিৎ অকালে উঠিল ভ'রে
কিশোর হৃদির উছল প্রেমের নীরে।
সারা জীবনের সব মমতার ক্ষুধা,
আঁখির নিমেষে মিটেছে তোমায় দেখে ;
কাছে না পেয়েও পেয়েছি পরাণে সুধা,
তরুণ মূরতি গিয়েছিল প্রাণে এঁকে।
বিলম্বে এলে চলে গেলে তাড়াতাড়ি
চুম্বন দিতে বিষকন্যার মুখে—
হলে হত ; গেলে জনমের মত ছাড়ি
জীবন খোয়ালে এক নিমেষের সুখে।
আমি যে চলেছি বিষপ্রসাধনশেষে
রাজমন্ত্রীর বিষ-পাংশুল কাজে,
হায় উন্মাদ! তুমি কোথা হ'তে এসে
বক্ষে আমারে বাঁধিলে পথের মাঝে ?
হায় চঞ্চল! হায় বিহ্বল হিয়া!
হায় গো তরুণ, একি নিদারুণ খেলা!
কি হল তোমার তরল অনল পিয়া ?
হায় পতঙ্গ! জীবনে কি এত হেলা ?
বঞ্চনা করি কি হ'ল বঞ্চিতারে ?
আপনি মরিলে কাড়িলে আমার প্রাণ ;
শুষ্ক নয়ন ভরিলে আকুল ধারে
বিষকন্যার বিষ আজি অবসান॥

দেবদাসী

আমি দেবদাসী বিগ্রহ-বধূ
আমারে ইহারা রেখেছে বেঁধে,
কাঁদো-কাঁদো ম্লান আকাশের মেঘ
আমার দুঃখে ফেলেছে কেঁদে !
উন্মাদ আমি নহি ওগো নহি
তবুও রেখেছে বন্দী ক'রে ;
কারে বলি ? হায় ! বিঠোবা আমার
বাঁশরী বাজায়ে ডাকিছে মোরে।
দেখে আসি তার শ্রীমুখের হাসি
কেঁদে বলে আসি,—করেছি কিবা ?
কোন্ অপরাধে চরণ কাড়িলে ?
আঁধারে ডুবালে উজল দিবা ?
আপনার হাতে কর্পূর জ্বালি'
আরতি যে আজ করিব আমি,
পূজা করি গিয়ে—সেবা করি গিয়ে
ডাকিছে আমার দেবতা স্বামী।...

পূজারী পূজিবে? কোথায় পূজারী?
মরে গেছে সেই ভ্রষ্টাচারী,
আমি এই হাতে,—না, না আমি নয়,—
আমি দুর্ব্বল আমি কি পারি?
মৃতবৎসার সন্তান আমি
দেবতার বরে জনম মম,
দশের মতন নহে এ জীবন,
কে আছে গো আর আমার সম?
শিশুহীন ঘরে শিশু এসেছিনু,
শৈশব মম দীর্ঘ অতি,
দেব-নিবেদিত জীবন আমার
শিশুকাল হ'তে দেবে ভকতি।
জননীর মুখে শুনিনু যেদিন
দেবতার সাথে বিবাহ হবে,
অসীম আকুল পুলকে পরাণ
মাতিয়া উঠিল মহোৎসবে।
তরুণ গরবে ভরিল হৃদয়
ভুলিলাম খেলা, খেলার সাথী,
দেবতার ঘর হইল বাসর
কিবা সে দিবস, কিবা সে রাতি।
শুধু দেখিতাম বঙ্কিম ঠাম,
দেখিতাম কালো রূপের ছটা,

ফুলে চন্দনে রত্নভূষণে
বরের আমার সাজের ঘটা।

* * *

আমার দেবতা! আমার বিঠোবা!
কুমারী-হৃদের সাধের বর!
ভুলেছি তোমার নীরব বাঁশীতে
তোমার দেউল আমার ঘর।
জনক জননী ছাড়িয়া এসেছি
তবুও তো বেশী কাঁদিনি, প্রভু!
তাঁরা এসেছেন আমারে দেখিতে
আমি তোমা' ছেড়ে যাইনি কভু।
তোমারে তুষিতে নৃত্য শিখেছি,
দেখিব বলিয়া ওমুখে হাসি
কত উল্লাসে করিয়াছি গান
প্রভাতে প্রদোষে সমুখে আসি';
দিন কেটে গেছে এমনি করিয়া
যৌবন এসে দিয়েছে দেখা,
নূতন-তপ্ত ফাগুন বাতাসে
তপ্ত নিশাস ফেলেছি একা।
আরো কাছে যেতে, আরো কাছে পেতে
বিহ্বল মনে বেড়েছে তৃষা,

"কৃত্তি-চাতুরী" পরীদের মত
নীরব চরণে ফিরেছি নিশা।
পাষাণ-সোপানে লুটায়ে কেঁদেছি
রুদ্ধ দুয়ারে রাখিয়া মাথা,
দেউল ঘিরিয়া ঘুরেছি কতই
মৃদু গুঞ্জনে গাহিয়া গাথা।
রুদ্ধ দুয়ার তবুও খোলেনি,
তবু বিঠোবার শুনিনি বাণী,
অভিমানে ফিরে শয্যা নিয়েছি
কঠিন কাঁকন কপালে হানি'।
কালো কেশ আমি করেছি ধূসর
দেউলের ধূলি মোচন করি'
তবু এ দাসীরে হয় না করুণা,
স্বরূপ দেখিতে পাইনে, হরি!
গল্পে শুনেছি যবনে যখন
নিয়ে গিয়েছিল হরণ ক'রে
খেলার পুতুল ছিলে হ'য়ে তুমি
বাদ্‌শাজাদীর খেলার ঘরে।
শুনেছি নিশীথে তারে দেখা দিতে
মোহন মুরতি ধরিয়া, প্রভু!
নিমেষের তরে চোখের আড়াল
করিত না সেও তোমারে কভু।

ভক্তেরা হেথা হইল ব্যাকুল

দীর্ঘ দিনের অদর্শনে,

নিদ্রা-মগনা যবনীরে ফেলি'

চতুর ! পলায়ে এলে গোপনে।

তোমা-হারা হ'য়ে পাগলের পারা

তোমারে খুঁজিতে বাদ্‌শাজাদী

বাহির হইল চড়িয়া ঘোড়ায়

দেশে দেশে কত ফিরিল কাঁদি'।

শেষে সন্ধানী সন্ধান করি'

হ'ল উপনীত তোমার দ্বারে,

যবনী জানিয়া দ্বারীরা তোমার

প্রবেশিতে হায় দিল না তারে।

বাধা পেয়ে দুটি বাহু পশারিয়া

ফুকারিয়া নারী কহিল শুধু

"বিঠোবা ! বিঠোবা ! আমি যে এসেছি

দুয়ারে দাঁড়ায়ে রয়েছি বঁধু !"

প্রেম-আবাহনে পাষাণ-মূরতি

উঠিলে ছাড়িয়া রতন-বেদী,

পলকে বাহিরে আসিয়া দাঁড়ালে

বিদ্যুৎ সম জনতা ভেদি' !

দুঃখ-হরণ হাসিটি হাসিয়া

প্রেমী যবনীরে বাঁধিলে বুকে,

দেখিতে দেখিতে শ্যাম জলধরে
　　দামিনী লুকায়ে গেল গো সুখে।
ভাগ্যবতী সে যবন-বালিকা
　　অঙ্গ-ভাগিনী করিলে তারে,
আমি অভাগিনী দিবস যামিনী
　　কাঁদিতে এসেছি এ সংসারে।

* * *

বর্ষার রাতে জ্যোৎস্না ফুটিল,
　　অশ্রুর মাঝে ফুটিল হাসি
বিঠোবার মঠে ভক্ত এলেন
　　মূর্ত্ত যেন গো পুণ্যরাশি ;
নয়নে বচনে করুণা তাঁহার
　　মুখে স্মিত হাসি রয়েছে মিশে,
তাহারে কহিনু "বলে দাও প্রভু !
　　বিঠোবারে আমি পাইব কিসে।"
চামর হেলায়ে ক্লান্ত হয়েছি,
　　ভুলাতে পারিনি নৃত্যগীতে,
দুঃখ-যামিনী কেঁদে কাটায়েছি
　　দুয়ারে পড়িয়া বরষা শীতে।
কহিলেন তিনি "এখন কেবল
　　সতত মানসে পূজিতে হবে,

সময় হইলে তোমায় বিঠোবা
নিজে ডেকে লবে মুরলি-রবে।
বাহিরে যে আছে ও যে ছবি তার,
সে আছে তোমারি প্রাণের মাঝে ;
মনের মানুষে সন্ধান কর,
দিন কাটায়ো না বিফল কাজে।"
অবাক্ হইয়া শুনিনু সে বাণী,
বুঝিতে নারিনু করিব কি যে,
এ কি মিছে কাজে কাটিছে জীবন ?
কিছু সমঝিতে না পারি নিজে।
শ্রীমন্দিরের দ্বারে বসিতাম
আগেকার মত বীণাটি লয়ে ;
থেমে যেত সব যাত্রীর রব,
রহিতাম একা উদাস হ'য়ে।
রৌদ্রের রেখা স'রে স'রে যায়,
ঘন হ'য়ে আসে ছায়ার তুলি,
স্পন্দিত পাখে করে আনাগোনা
দেউলে গো-পুরে কপোতগুলি।
মনের মাঝারে খুঁজে মরি যারে
তাহারি কেবল পাইনে দ্যাখা,
আকুল হৃদয় নিয়ে বসে আছি
বিফলে জীবন কাটিছে একা।

মারী-আম্মার চরণে প্রণাম
আমারে মারিলে যাই যে বেঁচে,
এ জীবন-তরী বাহিতে না পারি
কেবলি নয়ন-সলিল সেঁচে।

* * *

ধনী মহাজন মন্দিরে এসে
অতিথি হইত যখন যেবা,
পূজারী—ভণ্ড পূজারী আমারে
বলিত করিতে তাদের সেবা।
বলিত সে হেসে "সকল পুরুষে
আছেন তোমার দেবতা স্বামী।"
আমি বলিতাম "তুমি দূর হও
তোমার ওকথা শুনিনে আমি।
আমি দেবদাসী বিঠোবার বধূ
বিধবার মত কাটাব কাল,
যতদিন এই পদ্মের বনে
চরণ না রাখে মোর মরাল।"
বলিতাম বটে, তবুও হৃদয়
নিরমল বলি' হত না মনে,
কোথা হতে যেন বিহ্বলতায়
ছেয়ে যেত মন ক্ষণে ক্ষণে!

তুলির লিখন

বনে যে আগুন কোথা হ'তে লাগে
বরষে বরষে জানে না কেহ,
মনে অপগুণ কোথা হতে জাগে
গুমিয়া পোড়ে গো পরাণ দেহ।
বিঠোবারে ভালবাসিয়া তবুও
স্বস্তি নাহিক দিবস-রাতে—
বিরহী হৃদয় বিদ্রোহী হয়
নিদ্রা না আসে নয়ন-পাতে।
প্রদীপে ধরিনু আঙুল, ভাবিনু
বাহিরের দাহে ভুলিব দাহ,
কাঁটায় করিনু শয্যা-রচনা
এ দেহে আমার সহিল তাও।
যত মুছি যত শুচি করি মন
ততই কালির অঙ্ক পড়ে,
ভাবিয়া দেখিনু আমি তো ভাবি না
ভাবনা আমার স্কন্ধে চড়ে।
বিঠোবার সাথে মিলিব, এবার
মনের এ মলা ঘুচাব আমি,
নহিলে মরিব, মরণের পারে
পাইব আমার দেবতা স্বামী।
বিলাসের বেশ বর্জ্জন করি
বিরহের বেশে দেউলে ঘুরি

ভাবিলাম শেষ মুড়াইব কেশ
সংগ্রহ করি' আনিনু ছুরি।
সেই রাতে আমি দেখিনু স্বপনে
মরাল এসেছে কমলবনে,
ফুলের মতন পুলকি' উঠিল
এ তনু আমার সে চুম্বনে।
নূতন শকতি—নব আনন্দ—
নিগূঢ় প্রগাঢ় মিলন-মধু
প্রাণপণে পান করিতে করিতে
ভেসে যাওয়া মিশে যাওয়া সে শুধু!
বিপুল বেদনা!—তেমনি পীড়ন—
যেমন পীড়নে অধীর মেঘে
দীর্ণ করিয়া দেবতা আমার
ঝর ঝর জল ঝরান্ বেগে।
নূতন জীবন লভিয়া স্বপনে
জাগিয়া উঠিনু শুচিস্মিতা,
শ্যাম জলদের করুণা-ধারায়
গেছে নিবে গেছে মনের চিতা।
উষার বাতাসে দুটি আঁখি ধুয়ে
সদ্য-কিরণে করিনু স্নান,
অভিষেক মোরে করিল অরুণ
পাখীরা গাহিল আরতি-গান।

তুলির লিখন

ডেকে মোরে যারা পেলেনাক সাড়া
তাহারা ভাবিল গিয়েছি ক্ষেপে,
পূজারী আসিয়া অঙ্গ ছুঁইতে
অচেতন হয়ে পড়িনু কেঁপে।
সংজ্ঞা ফিরিলে স্বপনের কথা
বলিনু প্রকাশি' সবার মাঝে,
নিজ নিজ মত জাহির করিয়া
গেল একে একে যে যার কাজে
পূজারী তখনো রয়েছে দাঁড়ায়ে
সে কহিল মোরে "ভাগ্যবতী !
স্বপন-সূচনা দেখে মনে হয়
ধরা দেবে তোর দেবতা পতি ;
কেমন দেখিলি ?"—আমি কহিলাম,—
করে শোভে বাঁশী নাগস্বরা,
নয়নাভিরাম বঙ্কিম ঠাম,—
দেখিতে দেখিতে লুকাল ত্বরা।
কথা শেষ হলে মূঢ় গেল চ'লে
তখনো বুঝিনি ফন্দি তার,
বুঝিলে তখন এ দশা কি হ'ত
ইহ-পরকাল যেত কি আর ?
তখন কেবল প্রাণে অনুভব—
দেবতার প্রেম স্বপনে পাওয়া,—

দীর্ঘ স্বপনে দিবস যাপিয়া

যামিনীর পায়ে স্বপন চাওয়া !

ভালবাসা আমি পেয়েছি স্বপনে

বাঁধন আমার গিয়েছে টুটে,

আমার সর্ব্ব দেবতারে সঁপি'

লইব এবার স্বর্গ লুটে।

তার কমে মন তুষ্ট হবে না,

তার চেয়ে কম নেব না আমি ;

তোমার প্রেম সে আমার স্বর্গ

তাই দিতে হবে আমায় স্বামী !

ভালবেসে আর ভালবাসা পেয়ে

অন্ধের আঁখি গিয়েছে খুলি',

এবার বুঝেছি কেমনে বিঠোবা

বিপুল পৃথিবী ধরেছ তুলি'।

ভালবেসে আজ সম্ভব হ'ল

সম্ভব হ'ল তোমারে পাওয়া,

হাল্কা করেছে হৃদয়ের বোঝা

স্বপন-দেশের হাল্কা হাওয়া।

* * *

এমনি করিয়া দিন কেটে যায়,

স্বপনের স্মৃতি ফিরিছে সাথে,

তুলির লিখন

বাসকসজ্জা করি নিতি নিতি
চির-দেবতার প্রতীক্ষাতে।
সহসা একদা শুনিনু নিশীথে
বাজে সেই বাঁশী—নাগস্বরা!
ভাবিলাম, এ কি? জাগিয়া স্বপন?...
আবার বাজিল!...উঠিনু ত্বরা,
দুয়ার খুলিনু,...নাই কেহ নাই,...
রুধিনু দুয়ার ক্ষুণ্ণ মনে,
আরো কাছে যেন বাজিল এবার
লুকাইনু হায় শয্যা-কোণে।
কে যেন আমার দুয়ারে দাঁড়াল!
কে যেন আমায় ডাকিল ধীরে!
আমি রহিলাম অসাড় অ-বাক,
জানি না কখন গেল সে ফিরে।
আমার লাগিয়া অভিসারে এসে
ফিরে গেল এ কি দেবতা মম?
কেন ডেকে তারে ঘরে না নিলাম?
অভাগী নাহি গো আমার সম।
নিশি-শেষে দেখি বরষা নেমেছে,
ভেসে যায় দেশ জলের স্রোতে,
ধারা-যন্ত্রের মত জল ঝরে
শিলা-কপোতের চঞ্চু হ'তে।

কি এক আবেশে কেটে গেল বেলা
কেটে গেল সারা দিন কেমনে,
স্বপনের পাখী দিবসের নীড়ে
পুষিতে বরষা করেছে মনে !
সন্ধ্যা আসিল ফুটিল না তারা,
আমি ভাবিলাম মনেতে তবে
চন্দ্র তারার দেউটি নিবায়ে
তাঁর অভিসার আজিকে হবে।
দুয়ার আমার মুক্ত রাখিনু
রহিল শিয়রে প্রদীপ জ্বালা,
বাসর সাজায়ে পুষ্পে মুকুলে
নিজ হাতে গেঁথে রাখিনু মালা।
কখন ঘুমায়ে পড়িনু, জানি না,
জাগিয়া দেখিনু কে যেন ঘরে,
শিরে শোভে চূড়া, অধরে মুরলি,
অঙ্গের বাসে ভুবন ভরে !
নিব-নিব দীপ নিবে গেল হায়
সহসা বাদল-বাতাস লেগে,
বজ্রের কাড়া সাড়া দিয়ে গেল
তিমির-নিবিড় নিশীথ মেঘে।
দেবতা জানিয়া চরণ ধরিনু
সে আমারে নিল তুলিয়া বুকে,

উন্মাদপারা অজস্র ধারা
নাচিতে লাগিল অধীর সুখে।
বুকে মুখ রাখি' মুদে এল আঁখি,
মূরছি পড়িনু হর্ম্ম্যতলে ;
মূর্চ্ছা অন্তে জাগিনু যখন
দেশ ভেসে যায় তখনো জলে।
ভোরের আলোয় শয্যার পানে
চাহিতে সহসা দেখিনু এ কি!
বিদ্যুত-চূড়া ছদ্ম দেবতা
নিদ্রিত এ যে পূজারী দেখি!
শিহরি' উঠিল সকল শরীর
হ'ল সে শুঁঠের মতন শিঠা,
ঘৃণায় গ্লানিতে চোখের নিমেষে
তিতা হ'য়ে গেল মনের মিঠা।
যজ্ঞ-চরুতে পিশাচের লোভ!
পাপের পঙ্ক আমার ঘরে!
পাপের অঙ্ক আমার ললাটে,
পূজারী আমার শয্যা 'পরে!
কুকাজে কি বুক এতই বেড়েছে!
ঘুমাইছে হেথা অসঙ্কোচে!
ছুঁয়েছে আমায় নরকের দূত
এই কলঙ্ক কেমনে ঘোচে?

নিষ্ঠুর হাসি হাসিয়া উঠিনু,
হাসিয়া উঠিনু কাঁদিতে গিয়া,
রোষে, অপমানে, দুঃখে, সরমে
যেন ফেটে যেতে চাহিল হিয়া।
কেশ মুড়াবার অস্ত্রটা ছিল
টানিয়া বাহির করিনু তারে,
হানিনু বক্ষে, হানিনু কণ্ঠে,
কোপায়ে কাটিনু ভণ্ডটারে,
রক্তের ধারা ছুটিয়া লাগিল
পিচকারী দিয়া আমার মুখে,
চীৎকার করি বিকটোল্লাসে
ঘুরিয়া পড়িনু ধরার বুকে।

*　　　　*　　　　*

উঠে দেখি হাতে পড়েছে শিকল
একা ফেলে রেখে গিয়েছে বেঁধে,
লোহার নূতন গহনা দেখিয়া
হাসিতে এবার ফেলিনু কেঁদে।
বিঠোবা! বিঠোবা! কি হবে আমার
ইহ পরকাল সকলি গেছে,
ভ্রষ্টা হয়েছি, হত্যা করেছি,
আর কোনো ফল নাই তো বেঁচে।

ভুলির লিখন

আমি দেবদাসী বিগ্রহবধূ

কে জানিত মোর এ দশা হবে ?

পূজার পুষ্প পঙ্কে পড়িনু

শুধু কলঙ্ক রহিল ভবে ॥

মরিয়া

অবধান ! প্রভু ! চরণে প্রণাম

কোম্পানী বাহাদুর !

এতক্ষণে সে হৃদয়-মনের

সন্দেহ হ'ল দূর।

মোরা শুনেছিনু তোমরা কোথায়

কাটিছ নূতন খাল,

জল তাতে দেখা দিল না বলিয়া

ভারি হ'ল গোলমাল।

জ্ঞানেরে পুছিতে সে নাকি বলেছে

দিতে সেথা নরবলি,

তাই আমাদের কেড়ে নিয়ে যাবে

পাহাড়ীর কান মলি'।

আমরা মরিয়া, মরিবার তরে

উঠেছি পুষ্ট হ'য়ে,

মারীচের দশা—কোনো আশা নাই

ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে।

তোমাদের হাতে মরিব, না হয়

পাহাড়ী খোঁদের হাতে,

সমুখে পিছনে মৃত্যু মোদের

শঙ্কা কি আর তাতে ?

তবে, ভাবিলাম মূল্য না দিয়ে

নিয়ে যে মোদের যাবে,—

পড়ে-পাওয়া বলি ঠাকুর-দেবতা

তুষ্ট হ'য়ে কি খাবে ?

জোমা সর্দ্দার আমার মায়েরে

তিন-কুড়ি টাকা দিয়ে

কিনে এনেছিল 'পনু'দের কাছে

পাহাড়তলীতে গিয়ে।

পণ্যের মত মানুষ বেচাই

পনুদের ব্যবসায় ;

সরিষা, হলুদ, রেড়ীর বদলে

মানুষ বেচিয়া যায় !

হাঁ সাহেব ! বলি তোমাদের দেশে

হলুদের চাষ আছে ?

আছে ?···থাক্ !...তবু দাঁড়াতে পারে না

খোঁদ্ হলুদের কাছে।

দেখনি তা' বুঝি ? কিবা তার রঙ

আহা সে চমৎকার,

হবে না কেন গো? ক্ষেতে দেওয়া যহ
নর-রক্তের সার।
হলুদ্ বেচিয়া জোমা সর্দ্দার
পেয়েছিল যত টাকা,
তা' দিয়ে আমার মায়েরে কিনিল,
হ'য়ে গেল হাত ফাঁকা ;
তা' ছাড়া তখন পেন্নু পূজার
ঢের দিন ছিল বাকী,
কাজেই, মায়েরে বলি সে না দিয়ে
নিজ গৃহে দিল রাখি'।
গরীবের মেয়ে ছিল মা আমার,
তার 'পর সে বছর
বাপের আমার মৃত্যু হয়েছে,—
দেশে মন্বন্তর,—
ক্ষুধার যাতনা সহিতে না পেরে
ভিক্ষা না পেয়ে শেষে
অন্নের লোভে 'পনু'দের সাথে
এসেছিল এই দেশে।
তখন যে আমি গর্ভে হয়েছি
জানিতে পারেনি কেহ,
ক্রমে লক্ষণ দেখে সর্দ্দার
করিল সে সন্দেহ।

লোকজন ডেকে বলিল সে "একে
যতন করিয়া রাখ,
ছেলে ও পোয়াতি দু' ঠাঁই না হ'লে
বলি দেওয়া হবে নাক'।
পন্থু বেটা আগে বুঝিতে পারিলে
আদায় করিত দাম,
সেবার যেমন ঠকায়ে সে গেছে,—
এবারে সে জিতিলাম।"
আরো কিছু দিন বাঁচিতে পাইবে
শুনিয়া মরণ-ভীত
জননী আমার হর্ষ-আবেগে
হয়েছিল মূর্চ্ছিত।
তার পর আমি জন্ম নিয়েছি,
ক্রমশ হয়েছি বড়,
লাফাতে ছুটিতে পাহাড়ে উঠিতে
সাঁতার কাটিতে দড়।
সন্তানহীন সর্দ্দার মোরে
ফেলেছিল ভালবেসে,—
"পোষিত পুত্র যে করিব ইহারে"
কহিত সে হেসে হেসে।
সন্ধ্যাবেলায় একদিন ঘরে
এসেছে গাঁয়ের 'জানি',

সর্দ্দার মোরে তার সম্মুখে
হাজির করিল আনি'।
আমারে লইবে পোষ্যপুত্র
সে কথা জানাল ভাবে,
চমকিয়া 'জানি' কহিল "তাহ'লে
গ্রাম ছারেখারে যাবে ;
পেন্নু'র ধন ক'র না হরণ
পেন্নু'র হবে রাগ,
দেবতার নামে যে ধন রেখেছ
তাতে বসায়ো না ভাগ।
তবে,—পার—বলি বন্ধ রাখিতে,—
তেমন বিধান আছে,—
তোমার জিম্মা দেবতার ফল
পাকিতে থাকুক গাছে।
কাঁচা হ'তে ডাঁশা ফল পেন্নু'র
হয় যে অধিক প্রিয় ;
তবে তাই ভাল, বিশ বৎসরে
তুমি ওরে বলি দিয়ো।"
সর্দ্দার বুড়া মৌন রহিয়া
মেনে নিল কথা তার,
রাজ-ভোগে হায় চলিতে লাগিল
পালন এ মরিয়ার !

পুত্রের নামে প্রসূতি বাঁচিল
বেঁচে গেল মা আমার,
বাছু হইল এক সঙ্গেই
বলি হ'বে দু'জনার।
বলির জন্ত কিনে আনা হ'ল
একটি হাড়ির মেয়ে,
রোগা হাড়ে তার চর্ব্বি লাগিল
চর্ব্ব্য চোষ্য পেয়ে।
মুখের কথাটি হয় না খসাতে
হাতে তুলে দেয় চাঁদ,
—(সে মরিয়া নয় দেবের ভোগ্য
যার মিটে নাই সাধ।)
গানে গানে তারে রাখিল ভুলায়ে
ভাবিতে না দেয় লেশ,
রসের নেশায় ডুবিয়ে রেখেছে
দেছে নব বাস-বেশ।
ক্রমে উৎসব এল ঘনাইয়া
চারিদিন সবে বাকী,
গ্রাম জুড়ে বেজে উঠিল বাদ্য
পড়ে গেল হাঁকাহাঁকি।
চঞ্চল হ'য়ে উঠিল সকলে
মেয়েরা জুড়িল নাচ,

শালবন প্রায় হ'ল ফুলহীন
রসহীন তালগাছ।
বল্লম লয়ে খেলিল ছেলেরা
রস-পানে রাঙা আঁখি,
ভারি বেড়ে গেল মেয়ে মরদের
মাতামাতি মাখামাখি।
তিন দিন রাত এমনি কাটিল,
চৌঠা দিনের ভোরে
ঘুম ভেঙে দেখি চলেছে মরিয়া
মশানের পথ ধরে'।
ফেলিছে চরণ কলের মতন
লক্ষ্যবিহীন চোখ,
সাথে সাথে তার কোলাহল ক'রে
চলেছে গাঁয়ের লোক।
চলেছে মরিয়া,—আজি সে নেশায়
মরিয়া হইয়া আছে,
চোখের চাহনি আকুতিতে ভরা
ছুটি পেলে যেন বাঁচে;
ঘুচে গেছে তার সুখদুঃখের
বিচার—বিচক্ষণা,
মরিতে নিজেই চলেছে মরিয়া
উদাসীন উন্মনা।

পেন্ন্‌র পাখী বহিতে হেলিয়া
পড়িছে ক্লান্ত গ্রীবা ;
দিনের বেলায় এ কি কুস্বপন ?…
এ কি তবে নহে দিবা ?
ভয় হ'ল মোর, তবু নিরস্ত
হ'ল না কৌতূহল,
মরিয়ার পিছে চলিতে লাগিনু
অনুসরি' কোলাহল !
সাত্ বছরের শিশু এক দিল
তেল মরিয়ার চুলে,
'জানি'-পুরোহিত মন্ত্র পড়িয়া
মালা দিল গলে তুলে।
সহসা জনতা ব্যাপিয়া বিষম
পড়ে গেল ঠেলাঠেলি,
মরিয়ারে ঘিরে মহা হুড়াহুড়ি
উৎসুক বাহু মেলি।
মরিয়ার মাথা হ'তে তেল নিয়ে
মাথিলে নিজের ভালে
ডাইনীতে নাকি দৃষ্টি হানিতে
পারে নাক' কোনোকালে।
ভাগ্যে তৈল কাহারো হইল,
দূর হ'তে কেহ ভিড়ে

তৈলের লোভে হস্ত বাড়ায়ে
চুলগোছা নিল ছিঁড়ে।
বিব্রত হ'য়ে অভাগী মরিয়া
বিকৃত করিল মুখ,
তাড়ির পাত্র ধরিবা মাত্র
পিয়ে নিল উৎসুক।
পেন্ন্‌র কাছে মরিয়া চলেছে,
চলে লোক জুড়ি' পথ,
আস্তানা 'পরে দাঁড়াল সবাই
করিয়া দণ্ডবৎ।
'জানি' যোড়হাতে কহিল "ঠাকুর!
খালাস আছি হে দোষে,
মূল্যে ইহারে করেছি শুদ্ধ
খাওয়ায়েছি খুব ক'সে;
বলি-উপহার লও হে পেন্ন্‌!
হও প্রসন্ন, প্রভু!
দেহ বল দেহে, ক্ষেত্রে শস্য,
ভুলিয়া থেক না কভু।"
প্রার্থনা শেষে সকলে মিলিয়া
নমিল পুনর্ব্বার,
বাদ্য বাজিল শিশুরা নাচিল
বিলম্ব নাই আর।

প্রথমে বরাহ বলি হ'য়ে গেল
রক্তে ভিজিল মাটি,
সহসা ঘুরিয়া পড়িল মরিয়া !—
স্কন্ধে পড়েছে লাঠি !
চেরা-বাঁশ ছিল মজুত, অমনি
চাপিয়া ধরিল গলা,
হায়রে মরিয়া ! এ বারের মত
শেষ হ'ল কথা বলা।
মাথা তুলে আঁখি ঠিকরিয়া চায়,—
চোখে আর নাই নেশা,
বাঁশের দু'মুখ এক হ'য়ে এল
চলিতে লাগিল পেষা।
খুরপি ধরিয়া খাড়া ছিল হোথা
ক্ষেতের মালিক যারা,
না মরিতে নিল মাংস কাটিয়া
যেন শকুনির পারা।
স্পন্দিত নাড়ী সদ্য মাংস
তাদের মুঠার চাপে
ব্যাধের বজ্র-মুঠার পীড়নে
পাখীটির মত কাঁপে।
ধেয়ে চলে' তারা গেল উল্লাসে
কি এক নেশায় মেতে,

তপ্ত মাংস পুঁতিয়া ফেলিল
আপন আপন ক্ষেতে।
শূকর-রক্তে পূরিত গর্ত্তে
মরিয়ার মুখখানা
ডুবায়ে হেথায় গুঁজড়িয়া জোরে
ধরিল লোকেতে নানা।
নিশ্বাস তার পড়িল না আর,
নিশ্বাস ভগবান
রুষিবার আর রহিল না পথ,
অপরাধ অবসান।
প্রাণী-হত্যার পাতক হ'ল না
প্রাণ রহিলেন দেহে,
কর্ম্ম হইল পূরা অনুকূল
ধর্ম্ম বাড়িল গেহে।
শূকর-শাবক দক্ষিণা পেয়ে
ঘরে গেল পুরোহিত,
পুরুষের সাজে নাচিল নারীরা
গাহি পরবের গীত।
ঘরে ফিরিলাম ভয়ে নির্ব্বাক
বল নাহি পায়ে হাতে,
অন্ন পানীয় মুখে সে রুচে না
নিদ্রা আসে না রাতে।

মায়ের পরাণ উঠিল শুকায়ে
ভাবনায় দিন দিন,
সুস্থ সবল শরীরটি তার
ক্রমে হ'য়ে গেল ক্ষীণ।
মরিয়ার মত দগ্ধিয়া মরা
ললাটের লিপি নয়,
তাই মা আমার হঠাৎ মরিল
ঘুচিল ভাবনা ভয়।
আমি রহিলাম সদা সশঙ্ক,
শিয়রে ফুঁসিছে ফণী ;
বরষের পর বরষ কাটিছে
মরণের দিন গণি'।
সেই বীভৎস উৎসব-কালে
বৎসরে বৎসরে
প্রতি মরিয়ার সঙ্গে মরিতে
লাগিনু নূতন ক'রে।
যৌবন এল গৌরব ভরে
নাহিক সুখের আশা.
কোন্ নারী হায় করিবে গ্রহণ
মরিয়ার ভালবাসা ?
নয়ন মগন হ'য়ে যেত, হায়,
তবু সুন্দর মুখে,

মন চঞ্চল তবু হ'ত মোর

মন-গড়া দুখে সুখে।

মরণ রয়েছে দাঁড়ায়ে দুয়ারে

তাও যেন যাই ভুলে!

ভেজায়ে দুয়ার প্রেমের ভুবন

দেখি বাতায়ন খুলে।

এমনি করিয়া কুড়িটা বছর

কেটে গেল জীবনের,

আর বেশী দিন বাঁচিতে হবে না,

সে কথা পেলাম টের।

সহসা মোদের বুড়া সর্দ্দার

মরিল অপুত্রক,

যেটুকু ভরসা ছিল,—তা' ফুরাল,

গেল মোর রক্ষক।

নূতন যে এক সর্দ্দার হ'ল

সে কহিল এসে "কে রে?

এটা কি জুমার পুষ্যি নাকি রে?

আগে তো দেখিনি এরে।"

জানি-পুরোহিত কহিল "তা'হলে

সর্দ্দার হ'ত ও যে;—

জাগ্-বসানো ও দেবতার ফল,—

দিব্য উঠেছে মজে।

ও এক মরিয়া ; ওরে সতর্কে
সাবধানে দিয়ো রেখে,
দগ্ধ মৎস্য শেষে না পালায়
তোমার হস্ত থেকে।"
পালাব !...এ কথা এতদিন, হায়
কেন ভাবি নাই মনে !
পারি তো পালাতে !...তবে এ বয়সে
কেন মরি অকারণে ?
তাই করিলাম,.. বাহির হলাম
নিশুতি—নিশীথ রাতে,
পাহাড়ের পথ হয়েছে পিছল
অকালের বাদ্‌লাতে।
ঘুমে-ঘোলা চোখ কচালি' চলিনু
পা ফেলিয়া আঁচে আঁচে,
পাহাড়তলীতে নামিলে বারেক
ছুটিয়া পরাণ বাঁচে।
কোথা যাব তার নাইক ঠিকানা
চলিয়াছি খর পায়,
এবার যদিরে ধরা পড়ে যাই ?—
একেবারে নিরুপায়।
কাঁটার আঁচড়ে ছড় গেল কত,
উছটে ফাটিল নখ,

ঘুম উড়ে গেল, আঁধার ফুঁড়িয়া
জ্বলিতে লাগিল চোখ্।
পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া গেলাম ;—
পিছনে শিথিল শিলা
চরণের ভরে উঠেছিল দুলে
বর্ষার জলে ঢিলা।
বাঘের সাপের ভয় ভুলেছিনু
মরিয়া তো মরিয়াই,
ভোর হ'ল যবে, চেয়ে দেখি হায়
যা' ভয় করেছি তাই।
মানুষ বেচিতে পনু-বণিকেরা
চলেছে বাঁধিয়া দল,
আমারে দেখিয়া শীকার ভাবিয়া
হ'ল তারা চঞ্চল।
লুকাতে গিয়াই ধরা পড়ে গেনু
ভাল করে দিনু ধরা,
তাড়া ক'রে মোরে ফেলিল ধরিয়া,
আঁধার দেখিনু ধরা।
সুধাইল তারা "কোথা তোর ঘর ?"
"ঠিক্ উত্তর দিস্"।
"ঘরে যদি তোরে দিই পৌঁছিয়া
কি মিলিবে বখ্‌শিস্ ?"

আমি কহিলাম, নাই ঘর-বাড়ী
নাইক আমার টাকা,
কেহ নাই মোর জগতে, সমান
মরে যাওয়া বেঁচে থাকা।
তবে যদি মোরে প্রাণদান দাও
করিয়া মেহেরবানী
গোলাম হইয়া সেবিব চরণ
পরম ভাগ্য মানি'।
"মেহেরবানীর কথা রেখে দাও,
সেইখানে চল তবে
যেখানে তোমার এই কর্ম্মের
উচিত শাস্তি হবে।"
খুন চেপে প্রায় গেছিল মাথায়
শুনি তার এই কথা,
মারিতে উঠিয়া হনু নিরস্ত,
হায় রে নিষ্ফলতা।
গ্লানির ক্ষোভের তাল সামালিতে
রক্ত চড়িল মাথে,
কি বলিতে গিয়া নারিনু বলিতে,
আলো কালো হ'ল প্রাতে।
মাটি আঁকড়িয়া বসিয়া পড়িনু
বাতাসে পাতিয়া শির,

মুহু মুহু কেশ কণ্টকি' উঠে,
প্রাণ অতি অস্থির।
কি যে বলাবলি করিছে সবাই
শুনিতে না পাই কিছু,
আমি একা, হায়, ইহারা অনেক
মাথা করিলাম নীচু।
ফিরিতে হইল আবার ; এবার
পাহারা বসিল কড়া,
পেয়াদা-সমুখে শয়ন ভোজন
উঠা বসা নড়াচড়া।
বন্দী নহিক, যেথা যেতে চাই
নিয়ে যায় তারা সাথে,
স্বাধীনও নহিক, চোখে চোখে রাখে,
চৌকী দিনে ও রাতে।
রাতে দিনে মোর সোয়াস্তি নেই,
মুখে মোর নেই ভাষা,
মরণের হাওয়া পরাণে লেগেছে
ঘুচে গেছে কাঁদাহাসা।
ভোজন-ঘটার ঘটে নাই ত্রুটি
নাই তবু ক্ষুধা-লেশ ;
সিনানের জলে দেখিনু একদা
শাদা হ'য়ে গেছে কেশ।

মরিবার মত হয়নি বয়স,
তবুও মরিতে হবে ;
তাই বিধি দিলে বৃদ্ধের বেশ,
এবার মরিব তবে !
মরিতে বসেছি মাঝে মাঝে মন
তবু হয় বিদ্রোহী,
আগুন জ্বালায়ে মনের গোপনে
আপনি তাহাতে দহি ।
মরিব না ওগো মরিব না আমি
বলি-শূকরের মত,
মারিয়া মরিব রাক্ষসদের,
এই হ'ল মোর ব্রত ।

* * *

দিনে দিনে দিনে দিন ঘনাইছে
আবার পেনু পূজা,
আহ্লাদে বুড়া জোয়ান হয়েছে
সোজা হ'য়ে চলে কুঁজা !
হঠাৎ থামিয়া গেল নাচা-কোঁদা
থেমে গেল উৎসব,
কানাঘুষা শুনি 'কোম্পানি আসে !'
ত্রস্ত খোঁদেরা সব ।

তোমরা তখন ঘিরেছ পাহাড়,
কোম্পানী বাহাদুর !
ঘোর কলিযুগে রাক্ষসপুরী
এসেছ করিতে চূর।
কামানের গোলা ভারি বোল্ বলে,—
মজে গেল সর্দ্দার,
তাই তোমাদের হুকুম মানিতে
দ্বিধা করিল না আর।
তাই বাঘছালে বসি পরশিল
তণ্ডুল, জল, মাটি,
নরবলি দান বন্ধ করিতে
শপথ করিল খাঁটি।
খাঁটি এ শপথ ভঙ্গ করিলে
বাঘে ছিঁড়ে খাবে গলা,
মাটি হবে লোহা,—শস্য না দিবে,
গলায় ভাতের দলা—
গলিবে না ; জলে তৃষ্ণা না যাবে
ভারি এ শপথ কড়া,
এ শপথ খোঁদ ভঙ্গ করে না,
সন্ধির লেখাপড়া
এর কাছে অতি তুচ্ছ সাহেব,
জেনো তুমি নিশ্চয়,

খোঁদ আজ বড় দিব্য করেছে,
নাই আর নাই ভয়।
মরিয়ার আজ মরণ ঘুচিল
দুঃখ হইল দূর,
অশেষ লোকের আশিস কুড়ালে
কোম্পানী বাহাদুর।

শেষ

নিখিল অবদান
সমাধান
যেখানে--
গীতি সে অবসান
যে মহান্
শ্মশানে—
যেখানে মহাঘুম
চিতাধূম
সৃষ্টির
সেখানে কুণ্ডলি'
কুতূহলী
তুলি শির।

গগনে অগণনা
মেলি ফণা
নীলিমায়,
সাগরে মণি-গেহে
ঢালি দেহে
মহিমায়,

ফণাতে জ্বলে তারা
মণি-পারা
নিশিদিন,
নিশাসে রবি শশী
পড়ে খসি'
আলোহীন।

আমি না হাসি কাঁদি,
যমে বাঁধি
নিয়মে,
চপলা অচপলে
ফণাতলে
বিরমে ;
আমারি অধিকারে
ভারে ভারে
অবিরল
জমিছে জগতের
ফসলের
শেষ ফল।

উগলি' যে কাকলি
যায় গলি'
বাতাসে,—

যে ভাতি ছিল দীপে—
গেল নিবে—
কোথা সে ?
যে ঢেউ দিল দোলা
ভয়-ভোলা
ভেলাকে,—
তলায়ে গেল কোথা ?—
সে বারতা
কে রাখে ?

যে সুর হ'ল শেষ
রাখি' রেশ
পুলকে,—
ফুরানো হাসি-রেখা
থাকে লেখা
অলখে ;
বারেক ফুটে উঠে
গেছে টুটে
যত ফুল
হ'ল সে হ'ল জমা
সে সুষমা
নহে ধূল্ ।

হারানো সব গান
সব প্রাণ
আছে গো
আমারি ফণাতলে
দলে দলে
রাজে গো ;
হেথায় নতমুখ
ভুল চুক
চুকিছে,
হারানো দুখ সুখ
ধুক্ ধুক্
ধুকিছে।

ব্যথার পাথারেতে
ঢেউ মেতে
উঠে সে,
তুফানে হানাহানি,—
হেথা জানি
টুটে সে ;
মথিত পারাবার
হাহাকার
করে, হায়!

সে রব যায় মিশে
আমারি সে
গরিমায়।

নিশাসে এ নিখিল
হ'ল নীল
দশদিশ,
বিষাণে ওঠে তান
অবসান
সুধাবিষ ;
গরজে মহাজল
জগতল
জিষ্ণু
আমারি ফণা-ছায়
হেসে চায়
বিষ্ণু !

বটেরি ছায়া সম
এই মম
ফণাচয়
এখানে বাঁধে নীড়
করে ভিড়
সমুদয় ;—

যত সে হারা মন
পুরাতন
হারা প্রাণ,—
হারানো আলো ছায়া
স্নেহ মায়া
ভোলা গান।

যা' কিছু পায় ক্ষয়
তাহা রয়
আমাতে,
প্রলয়ও বাসে ভয়
হয় লয়
আঘাতে ;—
আঘাতও নাহি সহে
সে যে দহে
পরশে,
ফণাতে আমি রাখি
সুধা ঢাকি
উরসে।

সহজে আমি ঋজু
নহি কিছু
বক্র,

লীলায় দিনযামী
রচি আমি
চক্র ;
নীরবে লিখি লেখা
আমি একা
দ্রষ্টা,
নিখিলে চিরকাল
যতিতাল-
স্রষ্টা।

আমাতে বীতশোক
লভে লোক
নির্ব্বাণ,
নিরালা' নিশসিয়া
মোর হিয়া
গাহে গান ;
এ মম ফণা 'পর
চরাচর
ধরণী
জনম- মরণের
সরণের
সরণী।

হেলিয়া যবে দুলি,
ঢেউ তুলি
উতরোল,—
উথলে চারিভিতে
ভয়ভীতে
ভুঁইদোল !
আমাতে ধরাধর
নির্ভর
লভিছে,
শিয়রে হ'য়ে ধ্রুব
সব শুভ
শোভিছে ।

তুহিন- রাশি সম
দেহ মম
অতি হিম,
ভিতরে সুধা-গেহ
শুধু স্নেহ
নিঃসীম !
প্রজা ও প্রজাপতি
দ্রুতগতি
সে ধামে

আসিয়া হয় জড়
ছোট বড়
আরামে।

মরণ ভুল কথা,—
ও বারতা
নয় ঠিক্‌,—
ফণাতে হের থির
হারা শ্রীর
স্বস্তিক।
হারানো যে সুষমা,—
হ'ল জমা
সমুদয়,—
করিল অগণনা
মম ফণা
শোভাময়!

যা' কিছু নিবে যায়
উবে যায়
মম ভায়
রহে সে,

তুলির লিখন

যা' কিছু উঠে হেসে,—
ডুবে ভেসে
জমে এসে
এ দেশে ;
আমারি মণি-ঘরে
থরে থরে
অবিরল
জমিছে আসলের
ফসলের
শেষফল ॥

হদিস্

সুষ্মা-সায়া = ছায়া-সুষমা ; চিত্রে ফিঁকা ও গাঢ় রঙের ক্রম-সমাবেশ।

বিদ্যুৎপর্ণা = একজন অপ্সরা, মহাভারতে ইঁহার উল্লেখ আছে।

মুজবান্ = পর্ব্বত ; সোমলতা এই পাহাড় হইতে আহৃত হইত।

পাপদেশনা = বৌদ্ধ Confession.

উপসম্পদা = বৌদ্ধ দীক্ষা।

যাতুধান = যাদুকর, মায়াবী।

ক্রব্যাদ = মাংসভোজী ; রাক্ষস।

অ-নন্দ লোক = আনন্দহীন ; নরক।

অথর্ব্বণ = যজ্ঞে যাঁহারা নেতৃত্ব করিতেন তাঁহাদিগকে অথর্ব্বণ বা ব্রহ্মা বলিত। ইঁহারা নানা বিদ্যাবিশারদ ও বিচক্ষণ ছিলেন।

আফ্সানিয়া কাগজ = যে কাগজে আফ্সানো অর্থাৎ ছিটানো হইয়া থাকে। সোনা-ছিটানো কাগজ।

চুট্টি-চাতুরী = এক রকম ছোটো আকারের পরী। ইহাদের নজর লাগিলে রাঁধা তরকারী টকিয়া যায়, দুধ নষ্ট হয়—অন্তত দাক্ষিণাত্যে এইরূপ বিশ্বাস।

মারী-আম্মা = দাক্ষিণাত্যে পূজিত মারীর দেবতা। আমাদের শীতলার মত।

পন্নু = খোঁদ জাতির দেবতা।

সাহু = এক জাতীয় বণিক।

দানি = খোঁদ জাতির দৈবজ্ঞ, পুরোহিতও বটে।

পন্নুর-পাখী = হাড়িকাঠ।

একই লেখকের লেখা

বেণু ও বীণা (কবিতা)	...	...	একটাকা
হোমশিখা „	...	...	একটাকা
ফুলের ফসল „	...	...	আট আনা
কুহু ও কেকা „	...	...	একটাকা
তুলির লিখন „	...	...	একটাকা
তীর্থ [illegible]লিল „	...	...	একটাকা
[illegible]ণু „	...	...	একটাকা
জন্ম[illegible]ঃখী (উপন্যাস)	...	...	বারো আনা
রঙ্গমল্লী (নাট্য)	...	...	বারো আনা
চীনের ধূপ	...	...	চার আনা

সূচী

সপ্ত-লোকের সাত মহলে
তুলির লেখা লিখ্‌ছ কে ?
দাও গো মোরে অযুত আঁখি
কুলায় না যে দুই চোখে।
শিল্পী ! ওগো শিল্পী আদিম !
শিল্প তোমার আমার মন,
সেই মনেরি মন্‌-রচনা—
কার সৃজন গো কার সৃজন ?
তোমার হাতে অলখ্‌ তুলি
রঙের গায়ে রঙ্‌ ঢুলে,
তুলোর তুলি আমার হাতে
রঙের রসে টুলটুলে।

*　　　　*　　　　*

আমার মনের চিত্রশালায়
জাগ্‌ছে যে ওই হাতের দাগ,
আঁদ্‌রা এঁকে যায় গো সেথায়
ধোয়া তুলির পাণ্ডুরাগ !
জাগ্‌ছে সেথা হাজার 'আমি',—
নবীন, প্রাচীন, চিরন্তন ;
জাগ্‌ছে অতীত্‌ পতিত্‌ 'আমি'
জাগ্‌ছে পতিতোদ্ধারণ।

মগজ মনের রেখায় রেখায়
তুলি তোমার যায় বুলি',
চুলের তুলি আমার হাতে
নামটি তুলির 'এক্-চুলি'।

* * * *

চল্‌ছে চির-সৃজন খেলা,—
নূতনতার নাইক শেষ,—
নূতন নূতন মনের লোকে
ধরছে বিশ্ব নূতন বেশ!
তোমার তুলি থাম্‌ল যেথায়
আমার তুলি চল্‌ল গো,—
পুষ্পে তারায় কান্না-হাসির
নূতন রং যে ফল্‌ল গো।
চুলের তুলি চোঁচের তুলি
তুলোর তুলি ধন্য সব,
কাঠ-বিড়ালীর মোচের তুলি
ভাগ্য তারো সুদুর্লভ।

* * * *

তোমার দীপের শিখায় হ'ল
জীবন আমার প্রদীপ্ত,
তাইতো জাগে সৃজন-প্রয়াস
তাইতো শিল্পী অতৃপ্ত;

তাই সে আঁকে, তাই সে মোছে,
মনের ঝোঁকে বারম্বার,
শূন্য পটে পুণ্য পাপের
'সুষ্‌মা-সায়া' চমৎকার!
আদ্‌রা ক'রে যাচ্ছ তুমি
ভর্‌ছি মোরা রং দিয়ে,
তুলির লেখা ধন্য হ'ল
আনন্দরূপ বন্দিয়ে।

* *
*

তুলির লিখন

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

এক টাকা

প্রকাশক

শ্রীপ্রিয়নাথ দাস গুপ্ত

ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস

২২।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কান্তিক প্রেস

২০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত

এই কবিতাগুলি ১৩১৬ সালের বর্ষাকালে রচিত। সম্প্রতি একটু আধটু পরিবর্ত্তন করিয়াছি। এ গুলি একাত্মিকা পদ বা একোক্তি-গাথা।

চোখের অসুখের জন্য আমি এই পুস্তকের প্রুফ দেখিতে পারি নাই; সমস্তই বন্ধুবর শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বন্ধুবর শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় দেখিয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের এই বন্ধুকৃত্য ব্যতীত এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। গত বারের মত এবারেও প্রচ্ছদ-পটের পরিকল্পনা প্রিয় বন্ধু শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদারের অঙ্কিত। ইহাঁদের সকলের কাছেই আমি ঋণী।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

কলিকাতা,

৩২শে শ্রাবণ, ১৩২১।

গল্পচ্ছলে গদ্য-কবিতার রচয়িতা

প্রিয় বন্ধু

শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

করকমলেষু—